NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ যে ব্যবস্থায় ছাত্রকে ঘুষ দিতে বাধ্য হন শিক্ষক

কংক্রীটের সেতু ভেঙেছে বন্যায়, চিন্তায় কৃষকরা ৬

কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৯ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.9.2024, Vol.18, Issue No. 97 8 Pages, Price 3.00

ভাঙা হল রাজ্যের সব হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের আবহে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই আবহে শনিবার স্বাস্থ্য ভবনের কাছে জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান মঞ্চে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করলেন। পাশাপাশি, রাজ্যের সব হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ারও ঘোষণা করলেন।

গত মঙ্গলবার থেকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে পাঁচ দফা দাবিতে অবস্থান করছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। মাঝে তিন দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও তা ভেস্তে যায়। শনিবার মমতা নিজেই চলে গেলেন অবস্থান মঞ্চে। সেখানে গিয়ে তিনি বলেন, 'আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিলাম। রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিচ্ছি।'

এর আগে ৯ সেপ্টেম্বর নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকেও এই রোগী কল্যাণ সমিতি নিয়ে কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন মমতা। তিনি জানিয়েছিলেন, প্রতিটি হাসপাতালের ক্ষেত্রে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অধ্যক্ষকেই রাখা হোক। এমনিতে হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদে বসেন স্থানীয় বিধায়ক বা সাংসদ। আরজি কর হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদে ছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়। সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা আরও প্রস্তাব দেন, অধ্যক্ষের সঙ্গে এক জন সিনিয়র ডাক্তার, এক জন জুনিয়র ডাক্তার, এক জন সিস্টার, স্থানীয় বিধায়ক এবং স্থানীয় থানার আইসিকে সমিতিতে রাখা হোক। এ বার সেই রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক অনুরোধ সত্ত্বেও

লাইভ স্ট্রিমিং জটেই ফের আটকে বৈঠক

'ঘাড়ধাক্কার' দাবি জুনিয়র চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সকাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সব চেষ্টা সত্ত্বেও ফের ভেস্তে গেল আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক।

এদিন সকালে ধর্নামঞ্চে আচমকা মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের পর আলোচনার সদিচ্ছা দেখানোয়, জুনিয়র চিকিৎসকদের কালীঘাটেই মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আলোচনার জন্য ডাকা হয়। সন্ধ্যে ৬ টার সময় সময় দেওয়া হয়। সেই মতো কালীঘাটে আন্দোলনরত চিকিৎসকরাও পৌঁছে যান। কিন্তু সেই ভিডিও স্ট্রিমিং ইস্যুতেই বৈঠক নিয়ে ফের দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ।

ইতিমধ্যে আড়াই ঘণ্টার বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। মুখ্যসচিবের অনুরোধ সত্ত্বেও নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। বৃষ্টিতে কাকভেজা আন্দোলনকারীরা। এমন পরিস্থিতিতে 'মা'য়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারী বৃষ্টির মধ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে আন্দোলনকারীদের তিনি বলেন, 'লদী ভাইবোনেরা আমার, বৃষ্টিতে ভিজো না। প্লিজ এসো তোমরা। মিটিং করতে ইচ্ছে না করে এক কাপ চা খেয়ে যাও। আমার কাছে শুকনো জামাকাপড় আছে, বৃষ্টিতে যারা ভিজেছো তাঁরা নাও। আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি।'

মমতার আবেদন, 'লদী ভাইবোনেরা আমার, মানুষের স্বার্থে এসো। কথা বলো। তোমরা কথা না বলতে চাইলে বৃষ্টিতে ভিজো না।' তিনি আরও বলেন, 'তোমরা কথা বলতে চেয়েছিলে, তাই ডেকেছি। লাইভ স্ট্রিমিংয়ের কথা আগে বলোনি। সিকিওরিটির বিষয় তো আছে। আমি মিনিটস করে দেব। তাতে আমি, আমার সরকার স্বাক্ষর করে দেবে। আমি আজ ভিডিও দিতে পারব না। সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে ভিডিও আমি দেব।' পরিশেষে তাঁর প্রশ্ন, 'এত অসম্মান কেন করছো? দুদিন ধরে ২ ঘণ্টা করে অপেক্ষা করেছি। কেন এত অসম্মান করছ? অনুরোধের সুরে বলছি, এখন রাজনীতি বন্ধ করো।'

মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক অনুরোধ সত্ত্বেও নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। অবশেষে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বৈঠক করতে রাজি হলেও অনেক দেরি হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান মুখ্যসচিব ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী।

এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা জানান, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান জানিয়ে সব মেনে বৈঠকে বসতে রাজি হলেও তাঁদেদর জানানো হয়, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এবার যেন তাঁরা ফিরে যান। নাহলে তাদের বাস ডেকে তুলে দেওয়া হবে। কার্যত তাঁদের 'ঘাড়ধাক্কা' দেওয়ার দাবিও করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁরা যে এখনও বৈঠকে বসতে রাজি আছেন সেটাও জানান। তবে দিন শেষে এমন সিদ্ধান্তে তাঁরা হতাশ বলেও দাবি করেন।

'মুখ্যমন্ত্রী নয়, আপনাদের দিদি হিসেবে আমি এসেছি'

ধর্নামঞ্চে আচমকা আগমনে বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার দুপুরে সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবনে আচমকা গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ধর্নায় বসেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন মমতা। ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারও।

ডাক্তারদের ধর্নামঞ্চের সামনে গিয়ে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমার নিরাপত্তাজনিত নানা নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি নিজে ছুটে এসেছি। আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাচ্ছি। আমি আপনাদের ব্যথা বুঝি। আমিও ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে এসেছি।'

আবহাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'শুক্রবার সারা রাত ঝড়জল হয়েছে। আপনারা যে ভাবে বসে আছেন, আমার কষ্ট হচ্ছে। গত ৩৪ দিন ধরে আমিও রাতের পর রাত ঘুমোইনি। কারণ, আপনারা রাস্তায় থাকলে আমাকেও পাহারাদার হিসাবে জেগে থাকতে হয়।'

আন্দোলনকারীদের দাবিগুলি সরকার বিবেচনা করবে। আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করব। আমি একা সরকার চালাই না। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি সকলের সঙ্গে আমি আপনাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করব। যদি কেউ দোষী হন, শাস্তি পাবেন। সিবিআইকে

অনুরোধ করব, দ্রুত তদন্ত শেষ করুন। দোষীদের ফাঁসি হোক। কেউ দোষী থাকলে আমি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব। এটুকু বলতেই আমি এসেছি।'

সব মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হবে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ডাক্তারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা আমাদের ঘরের ভাইবোন। আমি কোনও অবিচার হতে দেব না। সব হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি নতুন করে তৈরি করা হবে। তাতে জুনিয়র ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তার, নার্স, পুলিশ সকলের প্রতিনিধি থাকবে। আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতি আমি ভেঙে দিলাম। নতুন করে তা তৈরি করা হবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যদি সত্যি কেউ দোষী হয়, তারা শাস্তি পাবে। কেউ আমার বন্ধু বা শত্রু নয়। যাঁদের আমার বন্ধু বলছেন, আমি তাঁদের চিনিই না। প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা এসেছেন। আমি সাধ্যমতো পদক্ষেপের চেষ্টা করব। আপনারা কাজে ফিরুন। আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করব না।'মমতা আশ্বাস দেন, রাজ্য সরকার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করবে না। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা চলছে। কোনও পদক্ষেপ আপনাদের বিরুদ্ধে করা হবে না। এখন আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এখানে আসিনি। আন্দোলনের সমব্যথী হিসাবে এসেছি। আপনাদের বড় দিদি হয়ে এসেছি। আমাকে সময় দিন। ভাল থাকুন।' ধর্নামঞ্চে আন্দোলনকারীদের যা খাবার দেওয়া হচ্ছে, নির্বিচারে তা না খাওয়ার অনুরোধ করেছেন মমতা। তিনি বলেন, 'আপনাদের কাছে আসা মানে নিজেকে ছোট করা নয়। বড় করা। এটা আমার শেষ চেষ্টা। যে যা দিচ্ছে, খেয়ে নেবেন না।'

শনিবার মমতা পৌঁছনোর পরেও ধর্নাস্থল থেকে বিচারের দাবিতে স্লোগান ওঠে। বেশ কয়েক মিনিট মাইক হাতেই দাঁড়িয়ে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্নাস্থলে খানিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার পর ডাক্তারদের উদ্দেশে বার্তা দেন মমতা।

উল্লেখ্য, জুনিয়র ডাক্তারেরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল নবান্নে। ৩২ জন সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু বৈঠক ভেস্তে যায়।

ডাক্তারেরা বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচার দাবি করেছিলেন। কিন্তু সরকার তাতে রাজি হয়নি। সে দিন নবান্নের সভাঘরে দু'ঘণ্টার বেশি সময় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে তিনি বেরিয়ে যান। সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা জানান, সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন থাকায় সরাসরি সম্প্রচার সম্ভব নয়।

অডিয়ো-কাণ্ডে ধৃত সিপিএম যুব নেতা কলতান দাশগুপ্ত

অডিয়োর সত্যতা নিয়ে সংশয় নেই: পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্নায় হামলার আশঙ্কা সংক্রান্ত একটি ফোনালাপের অডিয়ো শুক্রবারই প্রকাশ্যে এসেছিল। সেই ঘটনায় এ বার গ্রেপ্তার করা হল বাম যুব নেতা কলতান দাশগুপ্তকে। ডিওয়াইএফআইয়ের মুখপত্রের সম্পাদক তিনি। সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটিরও সদস্য এই যুব নেতা। গ্রেপ্তার হওয়ার পর কলতান বলেন, 'নিশ্চয়ই এর পিছনে ষড়যন্ত্র আছে। না হলে, নির্যাতিতার বিচারের আসল আন্দোলনের থেকে এ ভাবে দৃষ্টি কেন ঘুরিয়ে দেওয়া হল?'

এদিকে, এই অডিয়োর সত্যতা নিয়ে যে কোনও সংশয় নেই, তেমনটাই জানাল বিধাননগর পুলিশ। পুলিশ আরও জানিয়েছে, পুলিশের টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস উইং ও ইনভেস্টিগেটিভ উইং একসঙ্গে অডিয়োর সত্যতা যাচাই করেছে। তবে পুলিশ অফিসারের দাবি, তাতে দেখা গিয়েছে অডিয়োর সত্যতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ শুক্রবার ওই অডিয়োটি প্রকাশ্যে আনার সময়েই ওই ফোনালাপের দু'জন ব্যক্তির এক জনকে 'স' এবং অপর জনকে 'ক' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক জন বাম যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং অপর জন অতি বাম যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করেছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ। শুক্রবারই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন এক

অভিযুক্ত, সঞ্জীব দাস। সঞ্জীবের নামের আদ্যক্ষর 'স'। তার পর থেকেই চর্চা শুরু হয়েছিল 'ক' তা হলে কে?

ফোনালাপের অডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর থেকে বামেদের অন্দরেও এই 'ক' নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা শুরু হয়েছিল। শেষে 'ক'-এর পরিচয় প্রকাশ্যে আসে। বিধাননগর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন সিপিএমের যুব নেতা কলতান। পুলিশ সূত্রে দাবি, ওই ফোনালাপে দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি কলতানের বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার লালবাজারের কাছে ফিয়ার্স লেনে রাত জেগেছেন বাম কর্মী-সমর্থকেরা। শুক্রবার সেখানে সারা রাত ছিলেন কলতান। শনিবার ভোর ৫টা নাগাদ অবস্থানস্থল থেকে কলতানকে বেরিয়ে যেতে দেখেন সিপিএম কর্মীরা।

সূত্রের খবর, কলতানের সঙ্গে ছিলেন কলকাতা জেলার অপর এক সিপিএম নেতা সংগ্রাম চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা একটি ট্যাক্সি ধরে দক্ষিণ কলকাতার দিকে রওনা হন। প্রায় হিন্দি সিনেমার কায়দায় টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে ট্যাক্সি ঘিরে ফেলে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে দু'জনকেই আটক করা হয়। পরে সংগ্রামকে ছেড়ে দেওয়া হলেও কলতানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

শহরে পরিত্যক্ত ব্যাগ তুলতেই বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তায় বিস্ফোরণ। পরিত্যক্ত একটি প্লাস্টিক ব্যাগ কুড়োতে গিয়ে আহত হলেন এক জন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুর পৌনে ২টো নাগাদ। এসএন ব্যানার্জি রোডের উপর ওয়েলিংটন এবং জানবাজার ক্রসিংয়ে মধ্যেকার রাস্তায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ঘটনার জেরে ওই এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। জানা গিয়েছে, আহতকে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। জানা গিয়েছে, ব্লোচম্যান স্ট্রিটে প্রবেশ করার মুখে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়েছিল। সেই ব্যাগ তুলতে গিয়েই আহত হন এক ব্যক্তি। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। চোট তাঁর ডান হাতের কব্জিতে। পুলিশ সূত্রে খবর, আহত ব্যক্তির নাম বাপি দাস। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াডের সদস্যেরাও। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চিঠিও লিখেছেন।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

চিকিৎসক ধর্ষণ এবং খুনেও গ্রেপ্তার সন্দীপ

ধৃত টালা থানার তৎকালীন ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় এ বার গ্রেপ্তার হলেন ওই হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। আগেই ওই হাসপাতালের দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইয়ের হাতে পাকড়াও হয়েছিলেন সন্দীপ। এ বার সন্দীপকে ধর্ষণ এবং খুনের মামলাতেও গ্রেপ্তার করা হল। এরই পাশাপাশি গ্রেপ্তার হয়েছেন টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং আরজি করের চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় দেরিতে এফআইআর রুজু করতে দেরি করার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার রাতেই দুজনকে গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশ্যে এনেছে

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ওয়াকিবহাল মহলের মত, জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে জটিলতার মাঝে এই গ্রেপ্তারি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

নিম্নচাপের জেরেই বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অতি গভীর নিম্নচাপ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করছে। যা শনিবার বিকেলে কলকাতা অতিক্রম করে পশ্চিমের জেলাগুলির দিকে গিয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এটি ঝাড়খণ্ড ও উত্তর ছত্রিশগড় এলাকায় পৌঁছবে। শক্তি হারিয়ে তা গভীর নিম্নচাপ রূপে অবস্থান করবে। এই নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এর প্রভাবে মেঘলা আকাশ এবং লাগাতার বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে। বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। উপকূল ও সংলগ্ন বেশ কয়েকটি জেলায় দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। দমকা ঝোড়ো বাতাসে সমুদ্র উত্তাল হবে। সেই কারণে মৎস্যজীবীদের রবিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আগামী ২৪ ঘণ্টায় হড়পা বানের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

উপত্যকা নির্বাচন: রাহুল গান্ধিকে বিঁধলেন মোদি

শ্রীনগর, ১৪ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটপ্রচারে গিয়ে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গীদের বিরুদ্ধে গুন্ডামির অভিযোগ তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার জম্মু ডোডায় বিজেপির সভায় তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের যে নেতা 'মহব্বত কি দুকান' বলেন, তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা আমেরিকার মাটিতে ভারতীয় সাংবাদিকের উপর হামলা চালিয়েছেন।'আমেরিকায় রাহুলের সফরসঙ্গী 'মিডিয়া টিম'-এর কয়েক জন সদস্য একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিকে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার ওই অভিযোগ ওঠার পরেই কংগ্রেসের বৈদেশিক শাখার চেয়ারম্যান শ্যাম পিত্রোদা কড়া ভাষায় ঘটনার সমালোচনা করে বলেন, কংগ্রেস কখনও এমন আচরণ সমর্থন করে না। জম্মুতে প্রচারে গিয়ে সেই প্রসঙ্গেই শনিবার সরব হন মোদি। ডোডায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মোদি জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা নিয়েও ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)-কংগ্রেস জোটকে নিশানা করেন শনিবার। এনসি প্রধান ফারুক আবদুল্লা এবং তাঁর ছেলে ওমরকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'ওই রাজবংশের প্রতিনিধিরা জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।' সেই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এনসি-কংগ্রেস জোটের বিরুদ্ধে জম্মুর প্রতি অবহেলার অভিযোগও তোলেন তিনি। অতীতে মেহবুবা মুফতির নেতৃত্বাধীন পিডিপির সঙ্গে জোট করলেও সম্প্রতি তাদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদের মদতদাতা' বলে চিহ্নিত করেছে বিজেপি। এ প্রসঙ্গে মোদির মন্তব্য, 'আমরা যখন পিডিপির সঙ্গে জোট করেছিলাম, তখন তাদের মধ্যে ভুল নজরে আসেনি।' প্রধানমন্ত্রী মোদি শনিবার থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটপ্রচার শুরু করলেন। ঘটনাচক্রে, তার আগে শুক্রবার থেকে ধারাবাহিক হামলা চালিয়ে নিজেদের শক্তি জানান দিয়েছে জঙ্গিরা। শনিবার ভোরে জম্মুর কিস্তওয়ারে জঙ্গিদের গুলিতে দুই সেনা নিহত হয়েছেন। অন্য দিকে, কাশ্মীর উপত্যকার বারামুলায় সেনা ও পুলিশের যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে তিন জঙ্গি। গত ২৪ ঘণ্টায় এই নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় দুই সেনা-সহ মোট সাত জনের মৃত্যু হল। শুক্রবার কাঠুয়ায় সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবন ৭ লোককল্যাণ মার্গে নতুন অতিথির আগমন। নাম তার দীপজ্যোতি। যাকে পরম স্নেহে আগলে রাখছেন মোদি। কখনও দীপজ্যোতিকে কোলে বসিয়ে মাথায় আদর করছেন, আবার কখনও স্নেহের চুম্বন করছেন। এই মিষ্টি মুহূর্তগুলোই তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা-নদীয়া, থানা ও ADSR রাণাঘাট, ১৫৫ নং বানাঘাট মৌজার R.S. ৫৮৮৭, LR. ৬৯৭ নং খতিয়ানভুক্ত RS. ৩৮ ও LR ৮১ নং দাগের ০১.৬৫ শতক **জমি শ্রী অসিত কুমার পালচৌধুরী**-এর পক্ষে গত ইংরাজীর ০৫.০৪.২০১৬ তারিখে A.D.S.R বিধাননগর (সল্টলেক সিটি) অফিসে ০০১৭/১৬ নং আমমোক্তার বলে **শ্রী দেবব্রত চ্যাটার্জ্জী**, পিতা- দুলাল চ্যাটার্জ্জী হইতে আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস**, পিতা-শ্রী নিমাই চন্দ্র দাস গত ইংরাজীর ২৪.০১.২০১৮ তারিখে A.D.S.R. রানাঘাট-১ নং অফিসে ৫৭২/১৮ নং বিক্রয় কোবালা বলে উপরোক্ত দাগের জমি খরিদ করেন। উপরোক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে B.L. &.L.R.O. রানাঘাট-১ নং রানাঘাট, নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

সুমিত গুহঠাকুরতা, (এ্যাডভোকেট), রানাঘাট কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা-নদীয়া, থানা ও A.D.S.R. রাণাঘাট অফিসে ১৫৬ নং নাসড়া মৌজার L.R. ১১৫৫ নং খতিয়ানে R.S. ও L.R. ২৪৩ দাগ, L.R. ২৭২৯ খতিয়ানে R.S. ও LR ২৪৩ ও ২৪৪ দাগ, L.R. ৩৭৯১ নং খতিয়ানে R.S. ও L.R. ২৪৩ ও ২৪৪, LR. ৪০২৯ নং খতিয়ানে R.S. ও L.R. ২৪৩ ও ২৪৪ নং দাগের মোট ২.২৩ শতক জমি **জেবন্নেসা বাসার ওরফে জেবন্নেসা বেগম**-এর পক্ষে গত ইংরাজী ০৬.০১.২০২৩ তারিখে A.D.S.R. রানাঘাট-১ নং অফিসে ২০১ নং আমমোক্তার বলে **শ্রী প্রদীপ মুখার্জী ওরফে শ্রী প্রদীপ মুখোপাধ্যায়**, পিতা – ৺গদাধর মুখার্জী হইতে আমার মক্কেল **(১) নং মানারুল দফাদার**, পিতা- আজিজ দফাদার ও **(২) নং সুপ্রিয়া খাতুন ওরফে সুপ্রিয়া বিবি**, স্বামী- মানারুল দফাদার গত ইংরাজীর ১৭.০৫.২০২৩ তারিখে A.D.S.R. রানাঘাট-১ নং অফিসে ৩৬২২ নং বিক্রয় কোবালা বলে উপরোক্ত দাগের জমি খরিদ করেন। উপরোক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. রানাঘাট-১ নং রানাঘাট, নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

সুমিত গুহঠাকুরতা, (এ্যাডভোকেট), রানাঘাট কোর্ট।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৫ ই সেপ্টেম্বর, ২৯ শে ভাদ্র। রবিবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। রতন কালড়া, পিতা দিলবাগ কালড়া, ২। উত্তম কোলে, পিতা নবকুমার কোলে, গত ইং. ০১/০৬/২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং.-১, ভলুম নং. ০৫০২-২০২৩, পাতা নং.-৭৪২৩ হইতে ৭৪৩৮, বিয়িং নং. ০৫০২১৪৩২৭ নং. আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা কালিপদ বাগ পিতা সুসেন বাগ কোনা মৌজায় হাল ১৫৮৪/১ নং. খতিয়ানে সাবেক ১৪৩১ হাল ১৪৭৩ দাগে ১ কাঠা শালি জমি ও সাবেক ১৪৩২ হাল ১৪৭৪ নং. দাগে ১ কাঠা শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে বালী-জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। রতন কালড়া, পিতা দিলবাগ কালড়া, ২। উত্তম কোলে, পিতা নবকুমার কোলে, মহাশয়গন গত ইং. ০১/০৬/২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং.-১, ভলুম নং. ০৫০২-২০২৩, পাতা নং.-৭৪০৬ হইতে ৭৪২২, বিয়িং নং. ০৫০২১৪৩২৬ নং. আমমোক্তার নামা বলে পিন্টু বাগ, পিতা সুসেন বাগ মহাশয়ের নিকট হইতে কোনা মৌজায় হাল ১৫৮৪/ ১ নং. খতিয়ানে সাবেক ১৪৩১ হাল ১৪৭৩ দাগে ২ কাঠা ৪ ছটাক, সাবেক ১৪৩২ হাল ১৪৭৪ নং. দাগে ২ কাঠা ৩ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে বালী-জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

শ্রী গোবিন্দ দাস মুখোপাধ্যায়, পিতা জীতেন্দ্র কৃষ্ণ মখোপাধ্যায় সাং - গ্রাম কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী, নদীয়া বিগত ১৮.০৭.৮৬ তারিখে কল্যাণী সাবরেজিষ্টি অফিসে ৪২ নং রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী রাধানাথ মুখোপাধ্যায় এবং মাধবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় উভয়ের পিতা জিতেন্দ্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সাকিন গ্রাম কাঁচড়াপাড়া, কল্যাণী, নদীয়া) মহাশয়াগনের নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল মৌজা-কাঁচড়াপাড়া, জে. এল নং 57, L.R-315 ও 351 খতিয়ানভুক্ত L.R 310 নং দাগে 01 কাঠা জমি হইতেছে।

উপরিক্ত জমির বিষয়ে কারোর আইনানুগ অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন। অন্যথায় পরবতীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

ইতি -

পুষ্প দাস, স্বামী- শঙ্কর দাস, সাং - B/36 Kalyani, Nadia

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **শ্রীমতী পদ্মরানী সেন**, স্বামী শ্রী কানাইলাল সেন, সাকিম - দক্ষিন নলডাঙ্গা, পো: দক্ষিন নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ আমমোক্তার দাতা বিগত ইং 08-10-2009 তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত 244 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী**, পিতা – ৺ স্বর্গীয় শিলেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, সাকিম - নিউ কাজিডাঙ্গা, পো: ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 23-04-2012 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I-2140/12 নং দলিলমূলে **শ্রীমতী পারো মুদালিয়ার**, স্বামী নটরাজ মুদালিয়ার, সাকিম - দক্ষিন নলডাঙ্গা, হিন্দ মোটর পাড়া, পো: দক্ষিন নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেল হুগলী, পিন ৭১২১২৩, মহাশয়কে বিক্রয় করেন,

<u>তপশীল</u> - জেলা- হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, মৌজা- চুঁচুড়া, মৌজা - নলডাঙ্গা জে. এল. ৬, হাল এল আর ২২২০ খতিয়ানে আর এস ৫৭৩ ও এল আর ৬৮৮ দাগে কলাবাগান জমি ২ কাঠা ২ ছটাক ২৩ বর্গফুট বিক্রয়কৃত সম্পতি হইতেছে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **শ্রীমতী পারো মুদালিয়ার**, স্বামী - নটরাজ মুদালিয়ার নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল এ্যান্ড এল আর ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে ।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **১) নিশীথ ঘোষ**, পিতা-৺ অক্ষয় কুমার ঘোষ, সাকিম - কানাগড়, পো: নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, **২) লক্ষন সাহা**, পিতা-৺ জীবন বন্ধু সাহা, সাকিম - সুকান্তনগর, পো: এ্যাঙ্গাস, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২১, **৩) শ্রীমতী শকুন্তলা যাদব**, স্বামী শ্রী মুন্না লাল যাদব, সাকিম - ব্যান্ডেল মানুসপুর, পো: ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, **৪) শ্রী নবেন্দু বিশ্বাস**, পিতা ৺পুর্নেন্দু বিশ্বাস, সাকিম- বারোদুয়ারী, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০১, আমমোক্তার দাতাগণ বিগত ইং - 13-05-2014 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত 139/2014 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রশান্ত ধর**, পিতা ৺প্রানেশ ধর, সাকিম - জোড়া অশ্বখতলা, কাজিডাঙ্গা, পো: দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ১) ইং 30-12-2015 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I-5513/15, নং দলিলমূলে **শ্রী সন্ন্যাসী সরকার**, পিতা ৺শ্রীদাম সরকার, সাকিম - ছোট খেজুরিয়া, পো: এ্যাডকোনগর, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২১ মহাশয়কে ০১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৩ বর্গফুট বিক্রয় করেন, পুনরায় আমার মক্কেল ২) ইং 17-05-2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর.-II, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I–1592/23, নং দলিলমূলে **শ্রী হরিশ চন্দ্র বিশ্বাস**, পিতা নিতাই চন্দ্র বিশ্বাস, সাকিম - ছোট খেজুরিয়া, পো: এ্যাডকোনগর, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২১ মহাশয়কে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক বিক্রয় করেন।

<u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ছোট খেজুরিয়া, জে. এল. ৪৭, হাল এল আর ৬৩১ ও ৬৩৮ খতিয়ানে, এল আর ১৬৩ দাগে বাগান জমি ০১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৩ বর্গফুট ও ০১ কাঠা ০৮ ছটাক আমমোক্তারকৃত তথা বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত বিক্রয়কৃত দুটি দলিলের ক্রেতাগণ নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল এ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে ।

ইতি - **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা

মৌজা-রনমহল, জে.এল. নং-৪৩, হাল এল.আর. খতিয়ান নং. ৩৭০/১ এবং ১৮৩/১, আর.এস. খতিয়ান নং.-৭৮, দাগ নং. আর.এস. ও এল.আর. ২৮২, ২টি খতিয়ানে ১টি দাগে মোট ১৬.৫০ শতক।

আমমোক্তার গ্রহীতা ঃ- শ্রী প্রফুল্ল পাঁজা, পিতা- শ্রী সন্ন্যাসী পাঁজা, সাং-চংঘুরালী, পোঃ মাজু, থানা-জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া, পিন নং-৭১১৪১৪, পেশা-অন্যান্য।

আমমোক্তারদাতা ঃ- ১) শ্রী অভিষেক মন্ডল, পিতা-মৃত বসন্ত মন্ডল ওরফে বসন্ত কুমার মন্ডল, ২) শ্রীমতি সুপ্রিয়া মন্ডল, স্বামী-মৃত বসন্ত কুমার মন্ডল, ৩) মৌমিতা মন্ডল, পিতা-মৃত বসন্ত কুমার মন্ডল, সাং-৬৮/ ২ কে. কে. রায় চৌধুরী রোড, পূর্ব বড়িশা, বড়িশা, থানা-ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০০৮, ৪) শ্রীমতি মৌসুমী ভৌমিক, স্বামী-বাবাই ভৌমিক, সাং-৪২ এ/ ২, বীরেন রায় রোড, পূর্ব বড়িশা, থানা-ঠাকুরপুকুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০০৮, সকলের জাতি- হিন্দু, ভারতীয়।

আমমোক্তারনামা নং. ০৫০১-১৯৫১/ ২০২৪ তারিখ ১৮.০৪.২০২৪। রেজেষ্ট্রী অফিস-হাওড়া জেলা অবর নিবন্ধক-১, Howrah Sub Registrar-I, Howrah।

জমিটি বিক্রয় হইয়াছে। ক্রেতা মিউটেশন করার আবেদন করেছেন। যদি কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমান সহ এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন জগৎবল্লভপুর মুন্সীরহাট বি.এল.আর.ও. অফিসে। অন্যথায় আইন মোতাবেক কাজ হইবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

বিজ্ঞপ্তি

District : Paschim Medinipur
In the Court of District Delegate Learned Civil Judge
Junior Division, Ghatal, Paschim Medinipur
J. Misc Case No. 27 of 2024
(Will Probate)
Sri Jagannath Rana ...Applicant
-And-
Sri Radhakanta Rana and ors. ...Respondents

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যায় যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী চন্দ্রকোনা থানার রঘুনাথপুর মৌজার তরুলতা খাঁ, স্বামী- স্বর্গীয় নারায়ন চন্দ্র খাঁ, ইংরাজী- ২৭/০৩/২০১৭ তারিখে সম্পাদিত উইল প্রবেটের জন্য বর্ত্তমান J. Misc. মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ইংরাজী- ২৪/০৯/২০২৪ তারিখে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং বা এ্যাডভোকেট মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

অনুমত্যানুসারে
প্রবীর কুমার মান্না
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন),
ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর,
১৩/০৯/২৪

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

(আমমোক্তার নামা)

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **শ্রীমত্যা মালতী আদক**, স্বামী ৺সুবল আদক, **২) সুনীল আদক ৩) অনিল আদক, ৪) অঞ্জলী আদক, ৫) দেবশ্রী মালিক, ৬) পুষ্প ঘরুই** ২ থেকে ৬নং এর পিতা ৺সুবল আদক, সাকিম - দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ **৭) গনেশ মালিক**, পিতা রুপচাঁদ মালিক, সাকিম - নাবালগ্রাম, পো: সুলতানগাছা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ **৮) শ্রীমতী সাগরি মালিক**, স্বামী সঞ্জয় কুমার মালিক, সাকিম ইন্দ্রখালি, পো: বোয়াই, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৪ **৯) শ্রীমতী সবরী ঘোষ**, স্বামী প্রভাকর ঘোষ, সাকিম - নাবালগ্রাম, পো: সুলতানগাছা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ **১০) শ্রীমতী টগরী বাগ**, স্বামী হেমন্ত বাগ, সাকিম - আটপুকুর, পোঃ ও থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, ৮ থেকে ১০নং এর পিতা গনেশ মালিক বিগত ইং - 23-08-2022 তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত 6559/2021 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী কৃষ্ণ আদক**, পিতা ৺সুবল আদক, সাকিম ও পো: দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। অনুরূপ ভাবে **১)শ্রীমত্যা রুবি আদক**, স্বামী ৺কানাই আদক, **২) শ্রীমতী চাঁপা মালিক**, স্বামী অজয় মালিক, **৩) শ্রীমত্যা সীমা আদক**, স্বামী ৺প্রবীর আদক সকলের সাকিম ও পো: দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ বিগত ইং 28-10-2018 তারিখে এ.ডি.এস.আর.-II চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত 406/2018 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার অপর মক্কেল **তারাপদ আদক**, পিতা – ৺কানাই আদক, সাকিম ও পো: দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন -৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেলগণ ইং 23-08-2022 তারিখে ডি.এস.আর.-II চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I-4708/2024 নং দলিলমূলে **শ্রীমতী ফুলকুমারী দেবী**, স্বামী - ওমপ্রকাশ প্রসাদ, সাকিম - রঘুনাথপুর, পো:- নয়াসরাই, থানা মগরা, জেলা – হুগলী, পিন - ৭১২৫১৩ মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

<u>তপশীল</u> - জেলা - হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, মৌজা - দেবানন্দপুর জে. এল. - ৩, আর এস ৮০৩ ও এল আর ৮৬৫ দাগে কলাবাগান জমি, হাল এল আর ৯০ খতিয়ানে জমির পরিমান ১০ ছটাক ও হাল এল আর ৬২৭ নং খতিয়ান হইতে ১ কাঠা ৩ছটাক ৪০ বর্গফুট, একুনে দুইটি খতিয়ানে ১কাঠা ১৩ছটাক ৪০ বর্গফুট, আমমোক্তারকৃত বিক্রয়কৃত সম্পতি হইতেছে, এত দ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **শ্রীমতী ফুলকুমারী দেবী**, স্বামী - ওমপ্রকাশ প্রসাদ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল এ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল
(উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞাপন

জেলা-নদীয়া, মোকাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট (সিভিল জজ্ জুনিঃ ডিভিঃ) আদালত
প্রবেট কেস নং-০২/২০২২

দরখাস্তকারী ঃ গৌতম সরকার, পিতা- ৺গোপাল চন্দ্র সরকার ওরফে গোপাল চন্দ্র স্বর্ণকার, সাং-২৫/৩ রামচরন নস্কর লেন, পোঃ ঘুসুরি, থানা-মালি পাঁচঘরা, জেলা-হাওড়া।

সাইটি ঃ
১। সুষমা সরকার, স্বামী- ৺গোপাল চন্দ্র সরকার ওরফে গোপাল চন্দ্র স্বর্ণকার
২। চন্দন সরকার, পিতা- ৺গোপাল চন্দ্র সরকার ওরফে গোপাল চন্দ্র স্বর্ণকার
৩। মাধবী চক্রবর্তী-স্বামী-তারক চক্রবর্তী,
৪। প্রতিমা মাঝি, স্বামী-বাপি মাঝি,
৫। তপতী রায়, স্বামী-রাহুল রায়,
সর্ব সাং-২৫/৩ রামচরন নস্কর লেন, পোঃ ঘুসুরি, থানা-মালি পাঁচঘরা, জেলা-হাওড়া।

এতদ্বারা সর্বসাধারন গনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-নদীয়া, থানা-করিমপুর, সাং-কৈলাশনগর, বর্তমান সাং-২৫/৩ রামচরন নস্কর লেন, পোঃ ঘুসুরি, থানা-মালি পাঁচঘরা, জেলা-হাওড়া নিবাসী গোপাল চন্দ্র সরকার ওরফে গোপাল চন্দ্র স্বর্ণকার, পিতা-মৃত গোবিন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার, গত ইংরাজি ০৩.১১.২০২২ তারিখ পরলোক গমন করেন। তিনি জীবিত কালে ইংরাজি ১৩.০৯.২০১৩ তারিখে D.S.R. হাওড়া রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত একখন্ড উইল দরখাস্তকারী বরাবর সম্পাদন করেন। দরখাস্তকারী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি প্রবেট পাইবার প্রার্থনায় অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উপরোক্ত দরখাস্তকারী ও উপরোক্ত সাইটিগন ব্যতিরেকে অপর কোন স্বার্থধারী ব্যক্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

<u>**তপশীল সম্পত্তির বিবরন**</u>

জেলা-নদীয়া, থানা-হোগলবেড়িয়া, মৌজা-১১ নং আঁধার কোটা,

খতিয়ান নং	দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
আর.এস.-১৯৬২	আর.এস.-৭৬৪৮	বাড়ী	২৩ শতক
এল.আর.-৭৭৬১	এল.আর.-২৩১০		
আর.এস.-১৯৬২	আর.এস.-৭৬৪৯	ভিটি	১৪ শতক
এল.আর.-৭৭৬১	এল.আর.-২৩১১		মোট- ৩৭ শতক

অনুমত্যানুসারে
সুজিত কুমার রজক
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ্ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত,
তেহট্ট, নদীয়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

<u>হুগলি</u>

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২৪৪

<u>নদিয়া</u>

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

তিলোত্তমা আবহের মধ্যেই হাওড়াতে শুরু হল দুর্গাপুজোর অনুদান

সাঁকরাইল ব্লকের ১৮৮ টি পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে সরকারি চেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে সোচ্চার চিকিৎসক থেকে সাধারণ মানুষ। তারই মধ্যে সরকারি ভাবে চালু হয়ে গেল ক্লাব ও দুর্গাপুজো কমিটির হাতে অনুদান প্রদানের কাজ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন দুর্গাপুজো কমিটি গুলোকে প্রতি বছরের মতো এই বছরেও আর্থিক অনুদান দেবেন। আর এই বছর অনুদানের অর্থ বাড়িয়ে ৮৫ হাজার টাকা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতোই আজ শনিবার সাঁকরাইল ব্লক প্রশাসনের উপস্থিতিতে আন্দুল এফসিএ মিনি ইনডোরে ব্লকের মোট ১৮৮ টি পূজো উদ্যোক্তাদের হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাঁকরাইল ব্লকের ভিডিও সৈকত দে, জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি অজয় ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের সদস্য তুষার কান্তি ঘোষ, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সোনালী দাস, সহ-সভাপতি অরুপেশ ভট্টাচার্য, বিধায়ক প্রিয়া পাল, সহ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা পরিষদের সদস্য তুষারকান্ত ঘোষ বলেন। একদিকে যেমন বাঙালির অন্যতম আবেগের দুর্গাপুজো অপরদিকে তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে আন্দোলন চলছে, এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিবাদ ও লড়াই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়াতে বহু মানুষ পুজোর আবহে মেতে ওঠার পাশাপাশি এই সময়ে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষদের সারা বছরের রুজি রুটি জড়িয়ে থাকার কথা বলছেন, ঠিক একইভাবে বহু মানুষ তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে উত্তাল আন্দোলনের পথকেই বেছে নিয়েছেন। যদিও ইতিমধ্যেই কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার একাধিক দুর্গাপুজো কমিটি এই বছর সরকারি অনুদান নিতে অস্বীকার করেছেন। যে নিয়েও বিতর্ক চলছে রাজ্য জুড়ে।

পুজোর আগেই শুরু হবে মালদার রেশম শিল্পতালুক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশম শিল্পে বাংলার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তৈরি হওয়া মালদার রেশম শিল্পতালুকে পুজোর আগেই উৎপাদন শুরু হবে। এতে ওই জেলার রেশমচাষি ও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। বস্ত্র দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে প্রায় ১৪ একর জমির উপর ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে রেশম শিল্প পার্কের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু পদ্ধতিগত খুঁটিনাটির কারণে সেখানে কাজ শুরু করা যায়নি। সম্প্রতি ওই তালুক দ্রুত চালু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর বস্ত্র দপ্তর-সহ এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। ওই তালুকে থাকা স্টলগুলিও ইতিমধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে ওই শিল্প তালুক চালু হবে বলে জানানো হয়েছে। মালদা জেলার রেশম শিল্প বহু প্রাচীন। পুরনো প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্যও জেলায় উৎপাদিত রেশম সুতোর বাজার পড়তে শুরু করে। বহু চাষি পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে সরকার এদিকে বিশেষ নজর দেওয়ায় পরিস্থিতির বদল ঘটেছে।

এই মুহূর্তে মালদা জেলায় প্রায় ২২ হাজার একর জমিতে তুঁত চাষ করা হচ্ছে। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত পাঁচ লাখের বেশি মানুষ। প্রায় ৬১ হাজার পরিবার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ওই জেলার প্রায় সব ব্লকে রেশমের চাষ হলেও সবচেয়ে বেশি রেশম উৎপাদন হয় কালিয়াচকের তিনটি ব্লকে। বছরে ছ'বার এই চাষ হয়ে থাকে। বাংলা মাসের নাম অনুযায়ী প্রতিটি রেশম মরশুমের নামকরণ করা হয়। জেলায় প্রতি বছর গড়ে ১৫০০ মেট্রিক টন কোকুন উৎপন্ন হয়। এই শিল্পের পুনরুজ্জীবন হলে জেলার অর্থনীতিও পুনরুজ্জীবিত হবে।

যাত্রী সুরক্ষায় মকড্রিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো কর্তৃপক্ষ সর্বদা তার প্যাসেঞ্জারদের সুরক্ষাকে আগে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। সম্প্রতি, যাত্রী সুরক্ষাকে আরও জোরদার করতে একটি মকড্রিলের আয়োজন করা হয় মেট্রো কর্তৃপক্ষের পক্ষ তেকে। ইমার্জেন্সি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যেমন ভূমিকম্পর মতো ঘটনা ঘটলে যাত্রীদের কিভাবে বের করে সুরক্ষিত করা যাবে সেই নিয়ে এই মকড্রিল বলে জানা যায়। এদিন এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ও ডাব্লুবিএফইএস এর যৌথ উদ্যোগে ফুলবাগান থেকে সল্টলেক স্টেডিয়ামের মেট্রো টানেলে এই মকড্রিল করা হয়। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ও ডাব্লুবিএফইএস এর সাহায্যে নিয়ে মেট্রো কর্মচারীদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। মকড্রিলের একমাত্র উদ্দেশ্যেই হল যাত্রী সুরক্ষা। মকড্রিল চলাকালীন মেট্রোর সিনিয়র আধিকারিক ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কনজিউমার আওয়ার্নেস কনক্লেভ ও লিডারশিপ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: এডিএসডি প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল কনজিউমার আওয়ারনেস কনক্লেভ ও লিডারশিপ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড। গত ৮ সেপ্টেম্বর নিউটাউনের নভোটেল হোটেলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক অনিতা পাইন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজস্ব বিভাগের আধিকারিক ও আলোকচিত্রী অনুপম হালদার, জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার আলোক মুখোপাধ্যায়, অতনু ভট্টাচার্য সহ আরো অনেকে। বাংলার ব্যবসা বৃদ্ধিতে ও ব্যবসায়ীদের অনুপ্রাণিত করতে 'লিডারশিশ আচিভমেন্ট আওয়ার্ড' এর আয়োজন বলে জানালেন এডিএসডি সংস্থার কর্ণধার দীপ মজুমদার ও শুভেচ্ছা ঘোষ। আয়োজক সংস্থার তরফে ছিলেন দিও নন্দন সাউ, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, আদনান হাসান, অনিকা সেন, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, সব্যসাচী জানা এবং দেবজিৎ সরকার।

এদিন লিডারশিপ আচিভমেন্ট আওয়ার্ডে পুরস্কৃত হলেন, খুকুমণি আলতা সিঁদুর সংস্থা প্রদীপ কেমিক্যাল ওয়ার্কস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, আর আর

ডেভলপার, শ্রীবালাজি, রেশমি মেটালিক্স , টিম টরাস, এমআরসি কনস্ট্রাকশন, নিউ টাউন নির্মাণ কনসোডিয়াম, ইম্প্রেশন ডিজিটাল মার্কেটিং-সহ বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সাংবাদিক দুর্গা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজসেবী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় সহ মোট ১৬ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস খেতাব অর্জন করল কাঁচরাপাড়ার সন্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বয়স মাত্র দু'বছর তিন মাস। এত অল্প বয়সেই ইন্ডিয়া বুক রেকর্ডস খেতাব অর্জন করল কাঁচড়াপাড়া মিলননগর মসজিদ বাটি রোড এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় দাস ও অপর্ণা দাসের একমাত্র পুত্র সন্তীর দাস। সঞ্জয় দাস পেশায় রেল কর্মচারী। আধো আধো কথা বলতে শুরু করতেই পশু-পাখি, সবজি, ফলমূল চেনা ও নাম বলা শুরু হল সন্তীরের। মনে রাখার ক্ষমতা বুঝতে পেরেই ইংরেজি ছড়া কিংবা কবিতার তালিম দিলেন ওর বাবা-মা। খুদে সন্তীরের ওপর ভরসা রেখেই ওর বাবা-মা ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে আবেদন করলেন। সবজি থেকে শুরু করে পশু, পাখি, ফল-সহ

শরীরের ১১টি অংশ শনাক্তকরণ ও নামকরণে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস খেতাব অর্জন করল কাঁচড়াপাড়ার সন্তীর। ছেলের সাফল্যে গর্বিত দাস দম্পতি। খুদে সন্তীরের মা অপর্ণা দাস জানালেন, খেলনার থেকে ছেলের বই বেশি পছন্দ। ওর মনে রাখার ক্ষমতা বেশি সেটা উপলব্ধি করতে পেরেই জিনিসপত্রের নাম ও ছড়া ইংরেজিতে শেখানো শুরু করলাম। আবেদন করতে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতিও মিলল। পুঁথিগত বিদ্যার বেড়াজাল টপকে ছেলে যাতে একজন ভালো মানুষ হতে পারে, সেটাই চাইছেন কাঁচড়াপাড়া মিলন নগরের দাস পরিবার।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৩০ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার

এসএন ব্যানার্জি রোডে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, হাত উড়ল এক ব্যক্তির

এনআইএ তদন্তের দাবি জানালেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খাস কলকাতার এসএন ব্যানার্জি রোডে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, প্লাস্টিকের ব্যাগে বিস্ফোরক ছিল বলে খবর। ঘটনায় আহত একজন। এই বিস্ফোরণের পরই বিস্ফোরণস্থল ঘিরে ফেলেন পুলিশ আধিকারিকরা। এই ঘটনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। চিঠিতে তিনি এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দুপুর পৌনে দু'টো নাগাদ বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। এলাকাবাসী দ্রুত খবর দেয় তালতলা থানায়। ঘটনাস্থলে যায় বম্ব স্কোয়াডও। যদিও সেখান থেকে কিছু মেলেনি। এ দিকে, বিস্ফোরেণের জেরে আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। তাঁর নাম বাপি দাস (৫৮)। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরে। হাত উড়েছে বাপি দাস নামে ওই কাগজ কুড়ানির। জানা গিয়েছে, কাগজ কুড়োতে গিয়েই কোনও বোমায় হাত পড়ে যায়। তাতেই বিস্ফোরণ। এলাকাবাসী আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী। এবিষয়ে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, যেখানে বিস্ফোরণ হয় সেখানেই দাঁড়িয়েছিলাম। বিকট একটা শধ হয়। গিয়ে দেখি একজন কাগজ কুড়ানি জখম হয়েছে। কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তায় কে বা কারা ওই প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেলে রেখে গেলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। আরজি কর ঘটনার উত্তাপের সঙ্গে বিস্ফোরণের ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তাপও বাড়ছে। এদিকে ধর্মতলা চত্বরে প্রতিদিনই চলছে ধর্না কর্মসূচি। এসএন ব্যানার্জি রোডে শনিবার দুপুরে এহেন বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে, হড়পা বানের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অতি গভীর নিম্নচাপ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করছে। যা শনিবার বিকেলে কলকাতা অতিক্রম করে পশ্চিমের জেলাগুলির দিকে যাবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এটি ঝাড়খণ্ড ও উত্তর ছত্রিশগড় এলাকায় পৌঁছবে শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপ রূপে অবস্থান করবে। এই নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এর প্রভাবে মেঘলা আকাশ এবং লাগাতার বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে। বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। উপকূল ও সংলগ্ন বেশ কয়েকটি জেলায় দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। দমকা ঝোড়ো বাতাসে সমুদ্র উত্তাল হবে। সেই কারণে মৎস্যজীবীদের রবিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি আগামী ২৪ ঘণ্টায় হড়পা বানের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বীরভূম জেলায় হড়পা বান আসতে পারে। এছাড়াও ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, জামতাড়া, দুমকা, বোকারো, ধানবাদ, হাজারিবাগ ও দেওঘরে হড়পা বান হতে পারে।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মিলিয়েই শনিবার কলকাতায় মূলত মেঘলা ছিল আকাশ। তবে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ রবিবার পর্যন্ত এই বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে চলবে। মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কমেছে। শনিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৭৫ থেকে ৯৮ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৬ থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

নথি নিতে এসে শূন্যহাতে ফিরতে হল কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি করের ঘটনায় যখন সুপ্রিম-শুনানির অপেক্ষায় দিন গুনছে মানুষ, তখনই সুপ্রিম কোর্টে চলছে আরও এক মামলা। কামদুনি মামলাও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। তার জন্য নথি নিতে শনিবার ভবানীভবনে আসে কামদুনির নির্যাতিতার পরিবার।

শনিবার ভবানী ভবনে কামদুনি মামলা সংক্রান্ত নথি নিতে সিআইডি দপ্তরে এসে পৌঁছন নির্যাতার পরিবারের লোকজন। কারণ, সিআইডির তরফ থেকে এদিন আসার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু শনিবার ছুটির দিন থাকায় কোনও আধিকারিককে পেলেন না তাঁরা। ফলে খালি হাতেই ভবানী ভবনের সিআইডি দপ্তর থেকে ফিরতে হল কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের।

এদিকে এই মামলার শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টে বেশ কিছু নথিপত্র দেখাতে হবে নির্যাতিতার পরিবারকে।

সূত্রের খবর, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর আবারও তাঁরা আসবেন। কাগজপত্র না পেলে ভবানী ভবনের সামনেই অনশনের হুঁশিয়ারি দেন নির্যাতিতার পরিবার। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে উত্তর ২৪ পরগনার কামদুনির এক ছাত্রীর উপর নৃশংস অত্যাচার করে খুন করা হয়। সেই ঘটনায় তিনজন দোষী সাব্যস্ত হন। ফাঁসির সাজা দেয় নিম্ন আদালত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সেই রায় নিয়ে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে।

দু'জনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়ে বাকিদের সাজা মকুব করে হাইকোর্ট। সেই রায় মানতে পারেননি কামদুনির প্রতিবাদীরা। মানতে পারেনি রাজ্যও। এরপরই মামলা যায় সুপ্রিম কোর্টে।

অডিও-র সত্যতা নিয়ে সংশয় নেই, জানাল বিধাননগর কমিশনারেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয় সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্তকে। দেওয়া হয় ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ। অভিযোগ, চিকিৎসকদের উপর হামলার চক্রান্ত নিয়ে যে অডিও সামনে এসেছে তার কথোপকথনে শোনা গিয়েছে কলতানের কণ্ঠস্বর। শুক্রবার রাতে সঞ্জীব দাস নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই অডিওর সত্যতা নিয়ে যে কোনও সংশয় নেই, তেমনটাই জানাল বিধাননগর পুলিশ। দু'জনকে গ্রেপ্তার করার পর শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিধাননগর কমিশনারেটের ডিসি অনীশ সরকার। এদিন এই অডিও টেপ সম্পর্কে পুলিশকর্তা জানান, গোপন সূত্রে আমরা একটি অডিও ক্লিপ পাই। কথোপকথন শুনি। যাঁদের গলা সেখানে শোনা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন সঞ্জীব দাস ও দ্বিতীয় ব্যক্তি সিপিএমের রাজ্য কমিটির যুবনেতা কলতান দাশগুপ্ত। পুলিশ

আরও জানিয়েছে, পুলিশের টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস উইং ও ইনভেস্টিগেটিভ উইং একসঙ্গে অডিওর সত্যতা যাচাই করেছে। তবে পুলিশ অফিসারের দাবি, অডিওর সত্যতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

ডিসি অনীশ সরকার আরও জানান, সঞ্জীব দাস স্বীকার করেছেন যে গলাটা ওঁর ছিল। ধৃতদের ভয়েস স্যাম্পল নিয়ে তদন্ত করা হবে। ওই অডিওতে সাহেব, দাদু ও বাপ্পা নামে তিনজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরা কারা, তা খতিয়ে দেখা হবে পুলিশের তরফে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২২৪, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫১ ও ৬১ নম্বর ধারায় মামলা হয়েছে।

কলতানের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তুলল সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যুবনেতা কলতান দাশগুপ্তকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। মিথ্যা 'প্রমাণ' যারা তৈরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত করতে হবে।

শনিবার দুপুরে এমনই দাবি তুলল সিপিআই(এম)। এরই পাশাপাশি কলতান দাশগুপ্তের গ্রেপ্তারিকে বেআইনি আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দাও করা হয়। এই প্রসঙ্গে সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম লিখিত বিবৃতি দিয়ে জানান, মিথ্যা মামলা চাপিয়ে একজন তরুণ প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করা হল। ভীমা কোরেগাওয়ের মতো কাণ্ডে বিজেপি সরকারের পদক্ষেপ অনুসরণ করছে তৃণমূল। লালবাজারে বামফ্রন্টের ডাকে অবস্থান চলছে। শনিবার ভোরে সেখান থেকে ফেরার পথেই গ্রেপ্তার করা হয় কলতানকে।

সেলিম বিবৃতিতে বলেছেন, বিনীত গোয়েলকে কলকাতা পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরানোর দাবিতে আমরা অনড়। জনতা একজোট থাকলে লড়াইয়ে জয়ী হবেই। তিনি বলেন, আরজি কর কাণ্ডে বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে বদনাম করার অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র চলছে। যে ঘটনাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে কলতানকে গ্রেপ্তার করা হল তা থেকেই এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

সেলিম বিবৃতিতে বলেছেন, এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে কৃষক আন্দোলনকে বদনাম করতে দিল্লিতে বিজেপি সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ। ভীমা কোরেগাওতেও সন্দেহজনক এবং জাল বৈদ্যুতিন সামগ্রী প্রমাণ হিসেবে দাখিল করার হয়েছিল। দিল্লির দাঙ্গার ঘটনাতেও একই ভূমিকা নিয়েছে বিজেপি সরকার। এই ধরনের কৌশল আরএসএস'র বরাবরের চেনা চিত্রনাট্যের অংশ। সেই একই চিত্রনাট্য ব্যবহার করছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকরা।

এর পাশাপাশি সেলিম এও বলেন, 'এই ছকেই ১৪ অগস্ট মধ্যরাতে আরজি কর হাসপাতালে অবস্থানরত প্রতিবাদী ওপর হিংসাত্মক হামলা চালানো হয়েছিল। শাসকদলের আইটি সেল এবং পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল একই ভাষায় কথা বলেছিলেন। ডিওয়াইএফআই-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল ওই হামলায় একটি রাজনৈতিক সংগঠনের যোগ রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই অভিযোগের সপক্ষে কোনও প্রমাণ পেশ করা হয়নি। কেউ ক্ষমা চায়নি, তার তদন্ত আদৌ হচ্ছে কিনা তা নিয়ে কোনও সংবাদ আর পরিবেশন করা হচ্ছে না। শাসকদলের সর্বোচ্চ স্তর থেকে আন্দোলনের বিরুদ্ধে 'আর্টিফিশিয়াল ইনটিলিজেন্স'-কে ব্যবহার করার অভিযোগ তোলা হচ্ছে। অথচ, তারই দলের আইটি সেল 'ডিপফেক' এবং জালিয়াতি করে তৈরি 'ক্লিপ' ছাড়ছে। একজন তরুণ প্রতিবাদীকে হেনস্তা এবং গোটা আন্দোলনকে বদনাম করার সরকারি মদতে তৈরি ষড়যন্ত্রের নমুনা এই গ্রেপ্তারি।'

কলতানকে কিসের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার, প্রশ্ন শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কুণাল যে অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে এনেছেন তার একপারে রয়েছে রয়েছেন এমন এক ব্যক্তি যার নামের আদ্যক্ষর 'স'। অন্যপারে যিনি রয়েছেন তাঁর নামের আদ্যক্ষর 'ক'। এরইমধ্যে শুক্রবার রাতে সঞ্জীব দাস নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার সকালে গ্রেপ্তার সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত। তাতেই নিয়েই জোর বিতর্ক রাজনীতির পাড়ায়। সিপিএম তো বটেই কলতানের গ্রেপ্তারির পিছনে তৃণমূলের প্রতিহিংসার রাজনীতি দেখছে বিজেপি।

বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, 'কিসের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? অডিও ক্লিপ কী করে কুণাল ঘোষের কাছে গেল? আর তার ভিত্তিতেই বা পুলিশ গ্রেপ্তার করল কীভাবে? আসলে তৃণমূল কংগ্রেস অসহিষ্ণু দল। কলতান দাশগুপ্তের গ্রেপ্তারিকে খুব একটা গণতান্ত্রিক বলা যায় না। তিনি নাশকতার ছক কষছিলেন এরকম কোনও অভিযোগ থাকলে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে। কিন্তু, আমি তাঁকে যতদূর চিনি তাতে আমার মনে হয় না তিনি এরকম কাজ করার মতো মানুষ। তাই আমাদের মত এই গ্রেপ্তারি একটা স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়।'

এরই পাশাপাশি শমীক বামেদের খোঁচা দিয়ে বলেন, 'তৃণমূল বামেদের আক্রমণ করছে বলে বার্তা দিতে চাইছে। কিন্তু একইসঙ্গে দুর্ভাগ্যবশত এই তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএম পায়ে পা মিলিয়ে লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করছেন।'

অন্যদিকে কুণালের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছেন বাম নেতা তথা প্রখ্যাত আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলছেন, 'পুলিশের প্রথম কাজ ছিল কুণালকে হেপাজতে নেওয়া। উনি এই অডিও ক্লিপ কোথা থেকে পেলেন, কে দিল এগুলো জানতে হবে। আমার তো মনে হয় কুণালবাবু ও তাঁর লোকজন ডাক্তারদের আন্দোলন ভাঙার জন্য এটা তৈরি করেছে। এই গ্রেপ্তারি স্ক্রিপটেড। কুণালবাবু তো বলার চেষ্টা করেছিলেন এর পিছনে বামপন্থী সংগঠন যুক্ত আছে। সেটাকে মান্যতা দেওয়ার জন্য হয়তো কলতানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় এটাও সিবিআইয়ের তদন্তের আওতায় আনা উচিত। সিবিআইয়ের তদন্তকে বিপথে পরিচালনা করার জন্যই এসব হচ্ছে।'

একই সুর বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীর গলাতেও। তাঁর দাবি, আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি বলছেন, 'এভাবেই প্রশাসন চলছে। এটা যে মিথ্যা অভিযোগ তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তৃণমূলের করে দেওয়া বন্দোবস্তে পুলিশ কাজ করছে। পুলিশের উচিত কোথা থেকে অডিও এল, কীভাবে কুণাল পেল তা আগে পুলিশের জানা দরকার ছিল। আগে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার ছিল। কিন্তু পুলিশ তো এক তরফাভাবে চলছে।'

পুজোর বাজার করতে চলে আসুন বিধানসভা চত্বরে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোয় ডালহৌসি বা অফিস পাড়া চত্বরে কেউ কেনাকাটা করতে চান, তাহলে একবার ঘুরে আসতেই পারেন বিধানসভা চত্বরে। শুক্রবার থেকে বিধানসভার অভ্যন্তরে শাড়ি-জামাকাপড় কেনার কাউন্টার খোলা হয়েছে। আয়োজনে তন্তুজ ও বিধানসভার সমবায় সংস্থা।

বিধানসভার হাইকোর্ট সংলগ্ন গেট দিয়ে প্রবেশের পরই তন্তুজ'র বিপণন কাউন্টার। এই গেট দিয়ে সাধারণ মানুষ বিধানসভায় প্রবেশ করে শাড়ি, জামাকাপড় কিনতে পারবেন। সাধারণত বিধায়করা, বিধানসভার কর্মচারি এবং নির্দিষ্ট পরিচয়পত্রধারী সাংবাদিকরা বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু আগামী কয়েকদিন সাধারণ মানুষও বিধানসভার একটি নির্দিষ্ট গেট দিয়ে ঢুকতে পারবেন। তবে সেখানে প্রবেশ করার পর কেনাকেটা সেরেই একই গেট দিয়ে ক্রেতাদের বেরিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ, বিধানসভার সর্বত্র ঘোরাঘুরি করার সুযোগ তাঁদের ক্ষেত্রে নেই। তবু একটিবারের জন্য বিধানসভার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কেনাকাটা করার সুযোগ অনেকেই হাতছাড়া করবেন না বলেই মনে করছেন বিধানসভার সচিবালয়ের আধিকারিকরা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই প্রথম বিধানসভার অভ্যন্তরে একটি বিপণন কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানে শাড়ি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি নানা ধরনের পোশাক পাওয়া যাবে। তন্তুজ সংস্থার পক্ষ থেকে এই সমস্ত পোশাক বিক্রি করা হবে। থাকছে বিশেষ ছাড়েরও ব্যবস্থা। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাঁতিদের আর্থিক উন্নয়নের কথা ভেবে ও তাঁতশিল্পকে আরও চাঙ্গা করতে সরকার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে।

তারই একটা, প্রতি বছর দুর্গাপুজোর কয়েকমাস আগে থেকে জেলায়-জেলায় তাঁতিদের কাছ থেকে তন্তুজ শাড়ি কেনার কাজ শুরু হয়েছে। গুণগত মান ও উন্নত ডিজাইনের জামদানি, টাঙ্গাইলের মতো শাড়ি তাঁতিদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে কেনার পর সেগুলি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা তন্তুজের শোরুমগুলি থেকে তা বিক্রি করা হয়।

আরজি কর ঘটনার বিচারের দাবিতে কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত শঙ্খ মিলন র‍্যালি বের হয়। ছবি: অদিতি সাহা

কুণালকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার দাবি বিকাশ রঞ্জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার কুণাল দাবি করেছিলেন, জুনিয়র ডাক্তারদের সাংবাদিক বৈঠকের সময় তাঁদের উপর হামলার ছক কষা হয়েছিল। এক অডিও ক্লিপের কথোপকথন থেকে তা স্পষ্ট। এই ক্লিপ বাইরে আসতেই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স থানার পুলিশ। এ ঘটনাতে সঞ্জীব দাস নামে এক যুবককে গ্রেপ্তারও করা হয়। এরপর গ্রেপ্তার সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত। সূত্রের খবর, লালবাজার থেকে ফিরছিল কলতান। তখনই রাস্তা থেকে তাকে নিয়ে যায় পুলিশ। যদিও গ্রেপ্তারির পরেই কলতান জানান, 'আমাকে আটক বা গ্রেপ্তার কিছুই বলা হয়নি। নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে যখন আন্দোলন চলছে, তখন নজর ঘোরাতেই এটা করা হয়েছে। এটা ষড়যন্ত্র।'

অডিয়ো প্রকাশের মধ্যেই কুণালের দাবি ছিল অডিও ক্লিপে যে দুই ব্যক্তির গলা শোনা যাচ্ছে তার একপারে রয়েছে রয়েছেন এমন এক ব্যক্তি যার নামের আদ্যক্ষর 'স'। অন্যপারে যিনি রয়েছেন তাঁর নামের আদ্যক্ষর 'ক'। সঞ্জীবের গ্রেপ্তারির পরেই সে কারণে 'স' নামের ব্যক্তিকে নিয়ে চলছিল চাপানউতোর। কুণালের সাফ দাবি ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিড়ম্বনায় ফেলতেই পুরো ছক কষা হয়েছিল। বাইরে থেকে ছেলেদের এনে হামলার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। এমনভাবে নাকি এই প্লট সাজানো হচ্ছিল যাতে দেখলে মনে হয় হামলার পিছনে আসলে হাত রয়েছে শাসকদলের।

এদিকে কুণাল এই অডিও ক্লিপ বাইরে আনার পর প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন কলতান দাশগুপ্ত নিজেও। বলেছিলেন, 'এটা বহু পুরনো পদ্ধতি। যখন এরকম আন্দোলন চলে তখন শাসকের তরফে থেকে এরকম কিছু পদক্ষেপ করা হয়। উনি সেরকম কিছু বলেছেন। কারা আন্দোলন করছে, কারা আন্দোলন ভাঙতে চাইছেন তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন। এখন আর নতুন করে মানুষকে বোকা বানানো যাবে না।' এখন তাঁর গ্রেপ্তারির পর বাম নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য কুণালকে 'কাঠগড়ায়' তুলছেন। বলছেন, 'পুলিশের প্রথম কাজ ছিল কুণালকে হেপাজতে নেওয়া। উনি এই অডিও ক্লিপ কোথা থেকে পেলেন, কে দিল এগুলো জানতে হবে।'

সমস্ত বামকর্মীদের জেলে পাঠালেও এই আন্দোলন থামানো যাবে না: মীনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'দুর্নীতি, দুষ্কৃতীরাজের বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াই চেয়ার দখলের লড়াই নয়। তাতে যদি কারুর চেয়ার যায় তো যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর আরজি করের বিষয় আরএসএসের সমর্থন পাওয়ার পর থেকে বামকর্মীদের ওপর আক্রমণ বেড়েছে।' শনিবার ডিওয়াইএফআই নেতা কলতান দাশগুপ্তর গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এমনটাই জানান ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত জানিয়েছেন, আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় রাজ্য সরকার যা পদক্ষেপ নেবে তা সমর্থন করবে আরএসএস। এদিকে শনিবার মিথ্যা অভিযোগে কলতানকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর থানার পুলিশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে শ্যামবাজারের ধর্না মঞ্চে সাংবাদিক বৈঠক করে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং মহিলা সমিতি। এই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই এদিন মীনাক্ষী জানান, 'এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং মহিলা সমিতি শ্যামবাজারে ধর্না চালাচ্ছে আরজি করের ঘটনার বিরুদ্ধে। আপনারা সবাই দেখেছেন যে কলতান দাশগুপ্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আমরা বলতে চাইছি যে সমস্ত বামকর্মীদের জেলে পুরে দিলেও এই আন্দেলন থামানো যাবে না।' পাশাপাশি তিনি এও জানান, পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের যেই দাবি তারা তুলেছেন তার থেকে কোনও ভাবে সরে আসা হবে না। মীনাক্ষী এদিন রাজ্যবাসীর কাছে আর্জি জানিয়ে এও বলেন, 'রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদন করছি ওরা মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পুড়ে আন্দোলন থামাতে চাইবে। কিন্তু এই আন্দোলন থামানো যাবে না। গোটা রাজ্যে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়বে। রাজ্যে হাজার হাজার কলতান রাস্তায় আছে। আজ গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ হবে। একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সরকারের এই দমন পীড়নের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন।'

এর পাশাপাশি কলতানের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব এদিন এও জানায়, কলতান দাশগুপ্তকে যে ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা পরিকল্পনামাফিক। তার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ হবে রাজ্য জুড়ে, তার সঙ্গে আরজি করের দোষীদের শাস্তির দাবিতেও লড়াই চলবে। এ লড়াই মানুষের লড়াই, লড়াই চলবে মানুষকে আবেদন করব রাস্তায় থাকার জন্য।

এর পাশাপাশি শনিবার রাতদখলের ডাক দেওয়া হয়েছে জুনিয়ার ডাক্তারদের পক্ষ থেকে। সেই কর্মসূচিতে রাজ্যের মানুষকে যুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে ছাত্র, যুব এবং মহিলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে।

একই সুরে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদক কনীনিকা ঘোষ বোস জানান, যে ভাবে কলতানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার জন্য লড়াই চলবে। দেশের মানুষ লড়াই করছে, রাজ্যের মানুষ লড়াই করছে। দুর্নীতি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।

একইসঙ্গে এসএফআই কলকাতা জেলা সম্পাদক দীধিতি রায় বলেন, 'প্রতিবাদীদের ওপর বার বার আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। আমরা জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে সহমত জানাচ্ছি, রাস্তায় থাকছি। সরকার এই আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে চাইছে। তাই মানুষের কাছে আবেদন প্রতিবাদে সামিল হোন।'

সম্পাদকীয়

গণবিক্ষোভের থেকে আদৌ রাজনৈতিক সুবিধা হবে কি?

আরজি কর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবল গণবিক্ষোভে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসমর্থন কমার কথা অনেকে বলছেন, তার সঙ্গে সহমত হলেও, তার রাজনৈতিক সুবিধা বিজেপিই ঘরে তুলবে বলে যা বলেছেন, তার সঙ্গে একমত হওয়া যাচ্ছে না। তার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি শুরু থেকে নামেনি। না নামার কারণ সম্ভবত বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে ধর্ষণের ঘটনা এত স্বাভাবিক যে, এই ঘটনাটির প্রতিবাদ করা দরকার, তা তাদের মনেই হয়নি। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বিজেপি নেতারা ঘটে যাওয়া এমন ঘটনার বিরোধিতা করেননি শুধু নয়, কাঠুয়ার মতো ঘটনায় দলের নেতারা ধর্ষকদের সমর্থনে মিছিলও করেছেন। হাথরস এবং উন্নাওয়ে কী ভাবে ধর্ষণের ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে বিজেপি প্রশাসন চেষ্টা চালিয়েছিল, তা আজ কারও অজানা নয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবাদে নামার কথা তাদের মনেই হয়নি। কিন্তু যখন এ রাজ্য তো বটেই, গোটা দেশ প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা রাজ্য নেতাদের উপর চাপ তৈরি করলেন, তখনই রাজ্য নেতারা রাস্তায় নামার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সবই রাজ্যের মানুষ জানেন। রাস্তায় নামার পরও আরজি করের ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করা এবং গ্রেফতার করে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবিকে জোরদার করার থেকেও রাজ্যে শাসনের পরিবর্তনই তাঁদের মুখ্য দাবি হয়ে উঠেছে। এই দাবির পিছনে যে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থই কাজ করছে, এটুকু বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান রাজ্যের মানুষের আছে। তা ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের জনসমর্থন কমছে মানেই সেই সমর্থন বিজেপির দিকে যাবে, এমনটা ভাবা পরিস্থিতির অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। এ রাজ্যে তেমনটা ঘটার সম্ভাবনা কম। কারণ বিজেপি দল হিসাবে যেমন পরিচিত, তেমনই তার রাজনীতিও সাধারণ মানুষের অজানা নয়। বিজেপি শাসনে মহিলারা যে নিরাপদ নন, কোথাওই তাদের শাসন যে মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি, তা স্পষ্ট। বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশ ধর্ষণের ঘটনায় সারা দেশে শীর্ষস্থানে রয়েছে। তাই এ কথা বলা যায় না যে, পরিস্থিতির সুবিধা বিজেপিই ঘরে তুলবে।

শব্দবাণ-৪৫

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বস্ত্র, বসন ২. গৃহ, মহল ৫. খনার যা বিখ্যাত ৮. রান্না ৯. গোড়ায়—।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বাংলা বছরের সপ্তম মাস ৩. আসল নয়, মেকি ৪. চোখ, নেত্র ৬. জবাব ৭. স্বাস্থই—।

সমাধান: শব্দবাণ-৪৪

পাশাপাশি: ১. ছোটোহাজারি ৪. হাট ৫. কলমা ৭. লড়াই ৯.দয়া ১১. রাজকুমার।

উপর-নীচ: ১. ছোটলোক ২. হাল ৩. রিহার্সাল ৬. মাতোয়ারা ৮. ইন্দিবর ১০. অকু।

জন্মদিন

আজকের দিন

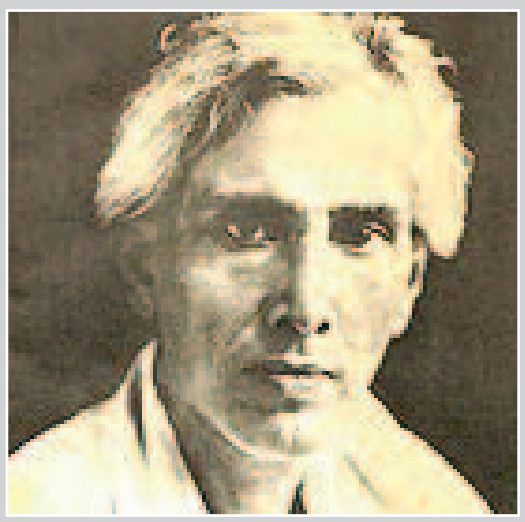

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৬ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অশোক সিংঘলের জন্মদিন।*
১৯৩৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুব্রমনিয়াম স্বামীর জন্মদিন।*

যে ব্যবস্থায় ছাত্রকে ঘুষ দিতে বাধ্য হন শিক্ষক

নিকুঞ্জ বিহারী ঘোড়াই

সাম্প্রতিক আরজি কর মেডিক্যালে নৃশংস ঘটনার প্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা জানা প্রয়োজন। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এত শোরগোল। প্রাক্তন শিক্ষমন্ত্রী সহ শিক্ষাদপ্তরের তাবড় কর্তারা অর্থাৎ প্রায় পুরো ক্ষুশিক্ষাদপ্তরক্ষু আর্থিক দুর্নীতির জন্য জেল খাটছেন। কিন্তু ক্রমশঃ প্রকাশিত স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতি বাইরে এলে এমন চার পাঁচটা নিয়োগ দুর্নীতি চাপা পড়ে যাবে। এর প্রত্যেক্ষ হাতেনাতে এক প্রমান দেখা যাচ্ছে যে, একজন মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের কোটি কোটি টাকার বেআইনি প্রাসাদোপম বাংলো, বাগানবাড়ি, ফ্ল্যাট রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। যে প্রিন্সিপালের 'পদত্যাগের' পরে মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি কলকাতারই নামকরা এক মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালকে সরিয়ে তাঁকে সেখানে বদলি তথা পুরস্কৃত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় চিকিৎসকদের অত্যন্ত প্রিয় ওই প্রিন্সিপাল ঘটনার মাত্র দিন পনের পরে অবসর গ্রহণ করেছেন। 'পদত্যাগী' প্রিন্সিপালকে বদলি করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, না হলে উনি খাবেন কি? বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে। উচ্চ আদালতের রায়ে একজন দাগি অপরাধীকে 'বাঁচাতে' (?) মাত্র দিন পনের চাকুরী আছে এমন একজন নিরপরাধ প্রবীণতম প্রিন্সিপালের তাৎক্ষনিক 'অপসারণ'?

স্বাস্থ্যদপ্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি ফাঁসের এক ঘটনা কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে শিরোনামে এসেছিলো। ওই সংবাদ অনুযায়ী রাজ্য শাসকদলের ছাত্র নেতাদের এমবিবিএস পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা বন্ধ রাখার নির্দেশ থাকত। সম্প্রতি রাজ্য শাসকদলের 'অপসারিত' এক মুখপাত্রও সংবাদ মাধ্যমেই প্রকাশ্যে বলেছেন কিভাবে আরজি কর মেডিক্যালে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রি, পাশ, ফেল, নম্বর বাড়ানো ইত্যাদি অপকর্ম হয়, এমনকি ওই কলেজেই তাঁর চিকিৎসক পড়ুয়া মেয়েও একই দুস্কর্মের শিকার। সংবাদে প্রকাশ, সামান্য ঠিকাকর্মীও টাকা তোলেন রুগী ভর্তি করতে (কাগজে কলমে দু টাকার টিকিটে বিনা পয়সার চিকিৎসা ব্যবস্থায়), যে টাকার ভাগ স্বাস্থ্যদপ্তর হয়ে শাসকের সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছে যায়। অনেকেই তা জানলেও 'ভয়ে' প্রতিবাদ করেন না। সংবাদে আরো প্রকাশ, টাকা নিয়ে পাশ করানো, নম্বর বাড়ানো, টেন্ডার ছাড়া ওষুধ কেনা, মরদেহ কেলেঙ্কারি ইত্যাদি আর্থিক কেলেঙ্কারি বছরের পর বছর চলছে বিনা বাধায়। একজন মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের বেআইনি বিপুল সম্পদ 'আবিষ্কার' তার জ্বলজ্যান্ত প্রমান।

অনেকের স্মরণে আছে, ২০১১ সালের ২০ মে ক্ষমতায় আসার কয়েকদিন পরে ২৬ মে তারিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ নিউরোসার্জান ডাঃ শ্যামাপদ গরাই মহাশয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 'ধৃষ্টতা'র ফল মিলতে দেরি হয়নি। শোকজ না করে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তিনি সাসপেন্ড হয়ে যান। এমনকি তাঁর রেজিস্ট্রেশনও বাতিল করতে তৎপর হয় রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। 'উদ্ধত' ডাক্তারের প্রাকটিসও বন্ধের চেষ্টা করা হয়। রাষ্ট্রীয় পেশিশক্তির জোরে নাগরিক ক্ষোভকে দমন করার একাধিপত্য ভঙ্গি শেষ পর্যন্ত সর্বত্র পরাজিত হয়।

আরজি কর কাণ্ডের মধ্যেই মুখমন্ত্রী যে ভঙ্গিতে মানুষকে 'উৎসব'-এ ফেরার উপদেশ দিয়েছেন, তাতে নাগরিক সমাজের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে। এক প্রধান শিক্ষিকা তো বলেছেন, 'আমরা উৎসবের মধ্যেই আছি, সমাজ শোধনের উৎসব'। আবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'উৎসবের দিন'-এ লিখেছেন, 'মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেই দিন'। শাসকরা, বিশেষত রাজ্যের বর্তমান শাসক প্রমান করেছেন যে, মানুষের জন্য খেলা, মেলা, উৎসব ইত্যাদি যদি অবিরাম সরকারি টাকায় বিনোদনের ব্যবস্থা করে রাখা যায়, তাহলে জনগণের ভিতরের ক্ষোভ প্রশমিত থাকবে।

আরজি কর এর পড়ুয়া চিকিৎসক 'অভয়া' 'শহীদ' হয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের অসংখ্য অনিয়মকে মানুষের সামনে বেআব্রু করে দিয়েছেন। মানুষ এখন জাগছেন, কৈফিয়ত চাইছেন। তাই এত আলোড়ন, নারীদের 'রাত দখল' রাজ্য তথা দেশজুড়ে,যেখানে সামিল সমাজের সকল স্তরের মানুষের সাথে আপামর সাধারণ মানুষও। লজ্জার বিষয়, কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে প্রতীকী শিরদাঁড়া সামনে রেখে তাঁরই পদত্যাগ দাবি করে ডেপুটেশন দেন জুনিয়র চিকিৎসকগণ। অধিকাংশ সময় প্রশাসনের ঊর্ধতন স্তরে বা 'পরামর্শদাতা'র ভূমিকায় থাকেন 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়। কোথাও বড় দুর্নীতি, অপকর্ম, বাড়াবাড়ি হচ্ছে বলে বুঝতে পারলেও, তাঁরা নীরব থাকেন। অনেক সময় আবার দুর্নীতির 'ভাগ'ও পান। দুর্নীতির হিসাবের খাতায় সবাই অংশীদার। আমরা ভুলে যাইনি, প্রবল প্রতাবান্বিত ইন্দিরা গান্ধীর আমলের স্লোগান 'ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া'। এই স্লোগানকারিরাই সময় বুঝে পেছন থেকে 'ছুরি' মেরে তাঁর পতন ঘটান ও নুতন সরকারে ঢুকে পড়েন।

রাজ্যবাসী ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে 'রাত দখল' এর মতো সরকারি মেডিক্যালের ইমার্জেন্সি বিভাগে কর্মরত অবস্থায় 'অভয়া'র নৃশংস খুন ও সরকারি মদতে দ্রুত দেহ সৎকার ও বিশেষজ্ঞ দিয়ে তথ্যপ্রমান লোপাটের প্রতিবাদে 'অভয়া'র 'শহীদ' হওয়ার দিন প্রতি বছর স্বতঃস্ফূর্ত 'শহীদ দিবস' পালন করে চিকিৎসা পরিষেবায় শৃঙ্খলা ও সততা নিয়ে আসবার অঙ্গীকার গ্রহণ প্রয়োজন। এ শহীদ দিবস গদি দখলের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় পুলিশের বাধা জোর করে ভেঙে তথাকথিত 'শহীদ দিবস' নয়।

সদ্য অনুষ্ঠিত শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কলঙ্কের কথা সংবাদমাধ্যমে স্মরণ করানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরে চিকিৎসক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকদেরও শাসকদলের ছাত্র নেতাদের নিয়মিত 'ঘুষ' দিতে হয়, না হলে প্রত্যন্ত জায়গায় বদলি করে দেওয়া হয়, এমনকি সেখানে হয়তো তাঁর নিজের বিভাগই নেই এমনকি ভুয়ো অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। 'Chhatrer' কাছে পদানত হয়ে থাকতে হয় প্রতিথযশা সরকারি চিকিৎসকদেরও। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে এবং হাতেনাতে ধরা পড়ায় কয়েকজন চিকিৎসক ছাত্রনেতাকে লোকদেখানো 'সাসপেন্ড' করা হয়েছে। ধন্য রাজ্য সরকার আয়োজিত 'শিক্ষক দিবস' পালন, এবছর সাময়িকভাবে যা স্থগিত রাখা হয়েছে। বঙ্গভূষণ, বঙ্গবিভূষণ, মহানায়ক ইত্যাদি হরেক কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মতো শিক্ষারত্নও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক প্রহসন।

শবনম: সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের আখ্যান

এস ডি সুব্রত

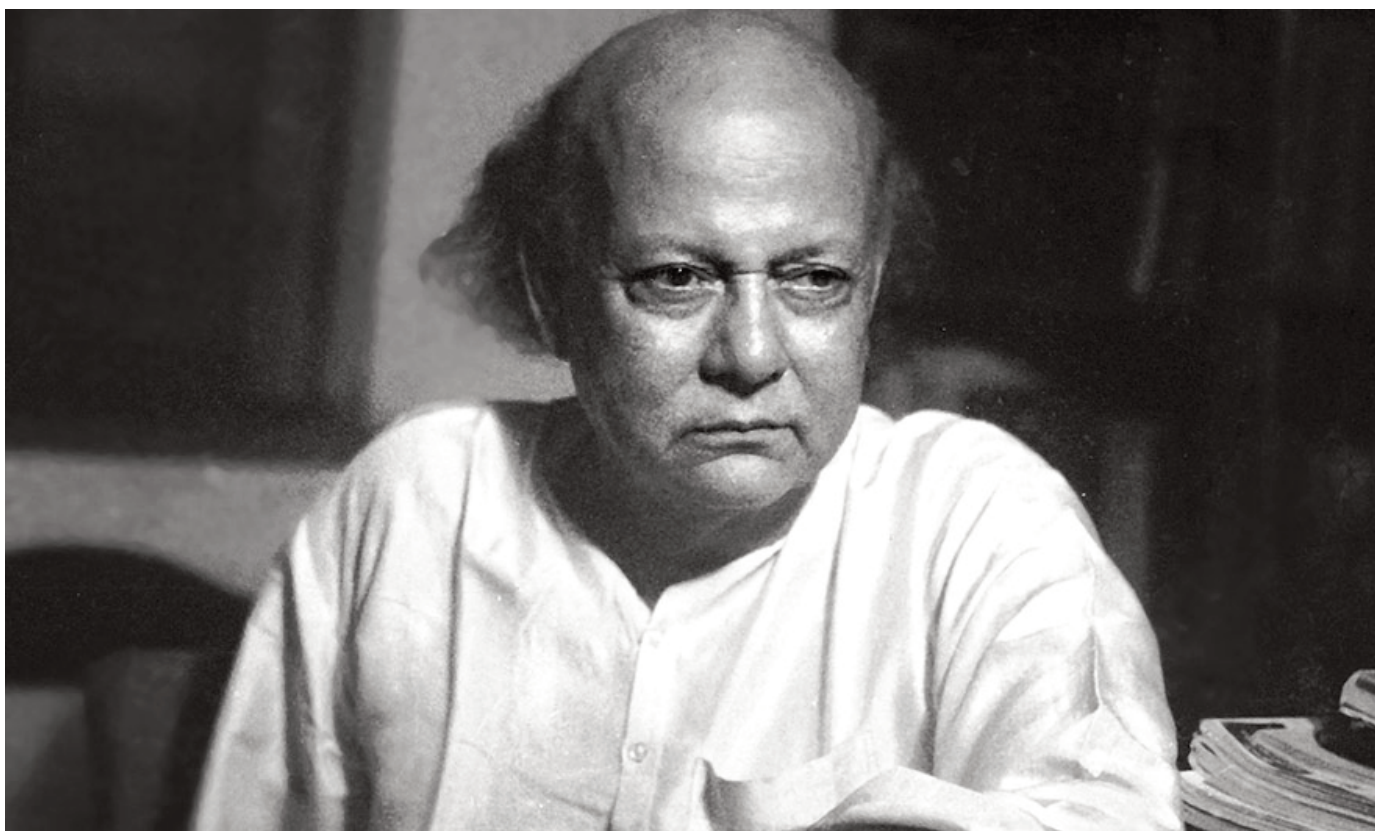

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাসের মধ্যে বহু ভাষাবিদ লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর 'শবনম' অন্যতম রোমান্টিক উপন্যাস। চাকরিসুত্রে আফগানিস্তান যাওয়া বাংলাদেশের ছেলে মজনূন আর তুর্কী বংশোদ্ভূত আফগান তরুণী শবনমের প্রেমকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনি। পথ হারিয়ে দুজনের প্রথম দেখা, পরিচয়। প্রণয়ের এক নাতিদীর্ঘ পথ পেরিয়ে দুজনের পরিণয়। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আবারও বিচ্ছেদ। কাছে আসা এবং হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেই প্রেমের ব্যাপ্তি। কাহিনি বিচারে আর দশটা প্রেমের উপন্যাস থেকে খুব বেশি আলাদা না হলেও ঘটনার বিস্তার, ভাষাশৈলী, কাব্যিকতা, দার্শনিকতা ও জীবনবোধের অনন্য প্রকাশই বইটিকে দিয়েছে অন্যমাত্রা। উপন্যাসজুড়ে থাকা 'তুমি আমার ভালোবাসা কিংবা বিরহে অভ্যস্থ হয়ে যেয়ো না'-এর মতো অসংখ্য বাক্য হয়ে উঠেছে বাঙালী নর-নারীর শ্বাশ্বত প্রেম-বিরহ প্রকাশের, অনুভবের চিরন্তন ভাষা। লেখক উপন্যাসের গল্পটি সাজিয়েছেন একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত আফগান বড়লোকের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে এক বাঙালি যুবকের প্রেমকাহিনি নিয়ে। অস্থিতিশীল আফগানের প্রেক্ষাপটে একটা নিখুঁত পবিত্র অসম প্রেমের উপন্যাস। দিনের বেলা সবকিছু স্বাভাবিক চললেও রাতের স্বপ্নময় পরিবেশে অবধারিতভাবেই শবনম তার পবিত্রতা আর হেঁয়ালি নিয়ে উপস্থিত হতো। যাকে নিয়ে উপন্যাসটি লেখা হয়েছে, তার নাম মজনুন। বাংলাদেশের সিলেট থেকে আফগানিস্তানের কাবুল শহরে তিনি এসেছেন কলেজে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে। সঙ্গে থাকেন এক ভৃত্য আবদুর রহমান। মজনুন সাহেব প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যান যান সর্দার আওরঙ্গজেবের কন্যা শবনমের। শবনমের প্রতি মজনুনের ভালোবাসার ব্যাপ্তি দেখা যায় তার বিরহে। উপন্যাসের নায়ক মজনূনের সাথে শবনমের প্রথম দেখা হয় আফগানিস্তানের পাগমান শহরে। লেখক উত্তম পুরুষে উপন্যাসটি বর্ণনা করেছেন। শবনমের সাথে মজনূনের দেখা হওয়া, কাছে আসা, প্রেম, পরিণয়, বিচ্ছেদের মাধ্যমে কাহিনী এগিয়েছে। মজনূন শবনমের জন্য ফার্সি শিখতে শুরু করে। ফার্সি, উর্দু, ফরাসি, বাংলা কবিতায় সে শবনমকে মুখরিত করে রাখে। শবনমও কম যায় না, কবিতার ফুলঝুরিতে হারিয়ে যায় । প্রথম দেখাতে তুর্কি বংশোদ্ভূত আফগান তরুণী শবনমকে ভাল লেগে যায় বাঙালি যুবক মজনূনের। সর্দার আওরঙ্গজেব কন্যা শবনম, যে রাজকন্যা সমতুল্য তাকে কি ভিনদেশি বাঙালি শিক্ষকের পাশে মানায়? কিন্তু ভালোবাসা তো জাত-কূল মানে না! শবনমকে মজনূনের দেয়া প্রথম উপহার ছিল সিলেটি লেবু। আর শবনমের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল কাগজে লেখা কবিতা। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আমন্ত্রণে পারস্যের কবি হাফিজের লেখা সেই কবিতা।

শবনম মজনূনের অনন্ত ভালোবাসার স্বপ্নকন্যা। সকালের সোনা রোদে শিউলি ঝরে যায়, শবনমও কি তেমনি ঝরে যাবে, এর উত্তর খুঁজতে মজনূন ব্যস্ত থাকে। কিন্তু শবনম তো কথা দিয়েছে, 'বাড়িতে থেকো, আমি ফিরব'। শবনমের মতো রাজস্বী, অনন্যা, স্বয়ংবরা নিশ্চয়ই তার কথা রাখবে, এ আশা কররছিলেন মজনূন ।

অনেকের মতে, সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রম্য লেখক। তবে ভ্রমণ কাহিনী, গল্প কিংবা উপন্যাসের পাতায়ও নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি। সব্যসাচী এই লেখক ছিলেন বহুভাষাবিদ এবং সেই সঙ্গে বহুভাষার সাহিত্য তার করায়ত্ত ছিল। সাহিত্যিক ও শিক্ষক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাই মুজতবা আলীকে জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তির চরিত্রধারণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন । সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় শবনমের রূপের বর্ণনা এমন — 'এমন সময় গটগট করে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী। প্রথম দেখেছিলুম কপালটি। যেন তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র। শুধু, চাঁদ হয় চাপা বর্ণের, এর কপালটি একদম পাগমান পাহাড়ের বরফের মতোই ধবধবে সাদা। নাকটি যেন ছোট বাঁশী। ওইটুকুন বাঁশীতে কি করে দুটো ফুটো হয় জানি নে। নাকের ডগা আবার অল্প অল্প কাঁপছে। গাল দুটি কাবুলেরই পাকা আপেলের মত লাল টুকটুকে, তবে তাতে এমন একটা শেড রয়েছে যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটা রুজ দিয়ে তৈরী নয়। চোখ দুটি লাল না সবুজ বুঝতে পারলুম না। পরনে উত্তম কাটের গাউন। জুতো উচু হিলের।'

এই উপন্যাসের মূল সৌন্দর্য অজস্র শ্রুতিমধুর কবিতায় পাঠক মুগ্ধ হবেন। মুগ্ধতার রেশে কবি হয়ে আসবেন খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ, শেখ সাদী, জালালুদ্দিন রুমি, কলীম কাসানি, সত্যেন দত্ত, কালিদাস প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত কবিগণ। প্রেমের অমিয় বানী কাব্যমধুর বর্ণনায় ফুল হয়ে উপন্যাসের পাতায় পাতায় সুবাস ছড়িয়ে দেবে। এ কারণেই বোধহয় কোনো কোনো বোদ্ধা 'শবনম'কে কাহিনীকাব্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শবনম আর মজনূনের বিয়ের মুহূর্তের প্রার্থনা ছিল একেবারেই আলাদা, যেকোনো বিশ্বাসীর হৃদয়ে তা দোলা দেবেই, ক্ষুহে খুদা, আদম এবং হাওয়ার মধ্যে, ইউসুফ এবং জোলেখার মধ্যে, হজরৎ এবং খাদিজার মধ্যে যে প্রেম ছিল, এ দুজনার ভিতর সেই রকম প্রেম হোক। উপন্যাসটি সৈয়দ মুজতবা আলী তার স্বভাবসুলভ বেশ কিছু চমৎকার উক্তি উপস্থাপনে ভোলেননি; তার কয়েকটি তুলে দিচ্ছি--

'আমি শ্রীকৃষ্ণ নই; জাত ধম্মো বাঁচাবার ভার আমার স্কন্ধে নয়।' 'জীবনই অভিজ্ঞতা, আর অভিজ্ঞতাই জীবন। অভিজ্ঞতা সমষ্টির নাম জীবন, আর জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে এক-একটি অভিজ্ঞতা। এক-একটি অভিজ্ঞতা যেন এক এক ফোঁটা চোখের জলের রুদ্রাক্ষ। সব কটা গাঁথা হয়ে যে তসবি-মালা হয় তারই নাম জীবন।'

শবনম তার প্রেমিক মজনূনের প্রতি আবেদন জানিয়েছিল, 'আমার মিলনে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেও না।' বোধকরি সে কারণে তাদের সুখের দিনগুলো বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আবার বিপরীত আকুতিও ছিল শবনমের, ক্ষুআমার বিরহে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেও নাক্ষু। উপন্যাস পড়া শেষ করেও পাঠকের মনে হবে, শেষ হয়েও হইল না শেষ। এ আক্ষেপের উত্তরও দিয়েছে শবনম তার প্রেমিক মজনূনের কাছে, গোড়া আর শেষ, এই সৃষ্টির জানা আছে, বল কার? মুজতবা আলীর ভ্রমণ কাহিনীর ঘ্রাণ শবনমেও পাওয়া যাবে, আফগানিস্তানের কাবুল, পাগমান, মাজার-ই-শরীফ তো আছেই, সাথে আছে বাংলাদেশের সিলেট। উপন্যাসটি আত্মবর্ণনায় লেখা বলে, পাঠকের বারবার মনে হবে, সত্যিই কি মুজতবা আলীর সাথে শবনম নামের কোনো নারীর প্রণয় ছিল? সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখালেখির খাতা তেমন বড় ছিল না। এর ব্যাখ্যাটি সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় এরকম — 'হাঁড়িতে ভাত থাকলে সাঁওতাল কাজে যায় না, আর আমার ড্রয়ারে টাকা থাকলে আমি লিখি না।' তিনি অল্পবিস্তর যা লিখেছেন, তা আমাদের সাহিত্যাঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে।

আনন্দকথা

কিন্তু অন্তরে কি আছে তা জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন, — জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর মাস্টারের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন — আবার কখন কখন বারান্দায় বেড়াইতেছেন।

(সাধনা — কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়তুফান কাটাইবার জন্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — অন্তরে কি আছে জানবার জন্য একটু সাধন চাই।

মাস্টার — সাধন কি বরাবর করতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়, — সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে, — তারপর পাল টাঙাবার বন্দোবস্ত করে তামাক সাজতে বসে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

স্কুলস্তর থেকে যৌন শিক্ষা প্রয়োজন, দাবি কাকলির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: স্কুলস্তর থেকে যৌন শিক্ষা প্রয়োজন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যৌনতা সম্পর্কে বয়ঃসন্ধি কালের ছেলেমেয়েরা ভ্রান্ত ধারণা থেকেই বিপথে পরিচালিত হয়। বারাসত পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে 'তেজস্বিনী' প্রকল্পের উদ্বোধন করতে এসে এমনই মন্তব্য করেন বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি এদিন আরও বলেন, 'মহিলাদের ওপর অপরাধ রুখতে পুলিশের এই তেজস্বিনী প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।'

আরজি কর কাণ্ডের পর মহিলাদের সুরক্ষার দাবি জোরালো হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই মহিলা সুরক্ষায় দশভূজা প্রকল্প চালু করেছে বনগাঁ পুলিশ। শনিবার সেই ধাঁচেই তেজস্বিনী প্রকল্প চালু করল বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ। এদিন তেজস্বিনী প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল বারাসতের রবীন্দ্রভবনে। স্কুলের ছাত্রী, শিক্ষিকা সহ মহিলা সুরক্ষায় তেজস্বিনী প্রকল্পের অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির ছিলেন জেলা জজ সুদীপ্ত কুমার দে, পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শ নীলঙ্গী, বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার সহ বিশিষ্ঠ মহিলারা। তেজস্বিনী প্রকল্পের হাত ধরে বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্কুলে স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেবে।

পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি ২৫ হাজার মানুষের নিরাপত্তার জন্য রয়েছে একজন পুলিশ। জনসংখ্যার বিচারে একেবারে নগণ্য। মহিলাদের ওপর যৌন হেনস্থা, অত্যাচার সহ অপরাধ রুখতে তাই মহিলাদের আত্মরক্ষার কৌশল রপ্ত করতেই বারাসত পুলিশ জেলার উদ্যোগে এই তেজস্বিনী প্রকল্প শুরু হয়েছে। রাজ্যজুড়ে এই পরিস্থিতির নিরিখে পুলিশের এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন ছাত্রী, শিক্ষিকা সহ প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্তরা।

রামায়ণে দ্রৌপদীর হেনস্থার উদাহরণ টেনে এই সময় কৃষ্ণ হয়ে মহিলাদেরই আত্মরক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশ সুপার। হাবড়া, দেগঙ্গা এবং বারাসতের তিনটি স্কুলের ৩০০ জন ছাত্রীকে তেজস্বিনী প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের স্কুলে গিয়ে আত্মরক্ষার কৌশল শেখার প্রশিক্ষণ শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া বলেন, 'প্রাথমিক ভাবে হাবড়া, বারাসত এবং দেগঙ্গার তিনটি স্কুলের ৩০০ জন ছাত্রীকে নিয়ে তেজস্বিনী প্রকল্প চালু করা হল। আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমার লক্ষ ১ হাজার স্কুল ছাত্রীকে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া। পরবর্তীতে কলেজ স্তরের মেয়েদেরও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।'

টানা বৃষ্টিতে গোঘাটের বিস্তীর্ণ জমি জলমগ্ন, মাথায় হাত চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: টানা বৃষ্টির জেরে আরামবাগ মহকুমার বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন। গোঘাটের পশ্চিমপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার চাষের জমি আপাতত জলমগ্ন। কয়েকশো বিঘা চাষের জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় মাথায় হাত চাষিদের।

খালের জল উপচে রাস্তা ও পাকা ব্রিজ জলের তলায় চলে যাওয়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কামারপুকুর-বদনগঞ্জ প্রধান রাস্তায় জলের স্রোত। গোঘাটের সাতবেড়িয়াতে জল উঠেছে। জল উপচে রাস্তার ওপরেই স্রোত বইছে। আর তার মধ্যেই বাধ্য হয়ে নিত্য যাতায়াতকারী মানুষজন, ছাত্রছাত্রীদের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করতে হচ্ছে। যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ আছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কামারপুকুর ও পশ্চিমপাড়া অঞ্চলের মধ্যে। এই রুটেই বাস চলাচল বন্ধ আপাতত।

তবে বৃষ্টি বাড়লে আরও বিপদ বাড়বে বলেই আশঙ্কা স্থানীয় মানুষজনের। যদিও আগাম সতর্ক করতে এই রুটে গোঘাট পুলিশ প্রশাসন সতর্ক করেছে স্থানীয় মানুষকে। বিপদ যাতে না বাড়ে তাই সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। কারণ এর আগে এই এলাকাতেই জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। তাই আগাম এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

এই বিষয়ে গোঘাট দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সামিনা বেগম বলেন, 'অতিবৃষ্টির ফলে খাল উপচে গোঘাট দু'নম্বর ব্লকের পশ্চিমপাড়া অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। রাস্তার ওপর জলস্রোত বইছে। তাই আপাতত যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। এলাকার মানুষকেও সতর্ক ভাবে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ওই এলাকার স্থায়ী সমাধানের জন্য খাল সংস্কারের কথা ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। যাতে ওই এলাকার মানুষের চাষের জমির ফসল নষ্ট না হয় সেই জন্য খালটির সংস্কার খুবই প্রয়োজন। আমরা এই জন্য খালি সংস্কারের বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি।'

বদনগঞ্জ এক ফলুই অঞ্চলের উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষাল বলেন, 'তারাজুলি খাল উপচে চাষের জমি জলমগ্ন হয়েছে। বহু ফসল নষ্ট হয়ে যাবে।' অতিবৃষ্টি ও গড়িয়ে আসা জলের জন্যই আরামবাগ মহকুমার বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ওই সমস্ত এলাকার মানুষ।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, খুনের অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শনিবার অণ্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির অন্তর্গত পিওর জামবাদ এলাকায় এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, বাঁকুড়ার মাচানতলার বাসিন্দা বছর ২৪ এর সঙ্গীতা দাসের বিয়ে হয়েছিল অণ্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির অন্তর্গত পিওর জামবাদ এলাকার বাসিন্দা সৌমিত্র দের সঙ্গে। গত এপ্রিল মাসে তাঁদের বিয়ে হয়, বিয়ের পর থেকেই সঙ্গীতা দের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাতেন শ্বশুর ঘরের লোকজন বলে অভিযোগ পরিবারের। বিয়ের ১৫ দিন পর থেকেই সঙ্গীতার ওপর তাঁর বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনবার জন্য চাপ দেওয়া হত বলে অভিযোগ, এমনকি বিয়ের আগে সঙ্গীতার যে স্কুটি দিয়েছিল সেটি ও বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য সঙ্গীতার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলে দাবি জানান সঙ্গীতার বাবা সোমনাথ দাস।

সোমনাথবাবু জানান, শনিবার সকালে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে, যদিও এই খবর তাঁর মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে দেয়নি। এই খবরটা তিনি পেয়েছেন তাঁর জামাইয়ের এক মামা যিনি ঝাড়খণ্ডে থাকেন, তাঁর কাছ থেকে ফোন মারফত। খবর শুনেই তাঁরা এখানে এসে দেখেন তাঁর মেয়ের মৃতদেহ। সোমনাথবাবু জানান, এটি কোনও আত্মহত্যার ঘটনা নয় তাঁর মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অণ্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। এদিকে ঘটনার পর থেকেই উধাও শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

বনগাঁর একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন,বৃষ্টি মাথায় পরিদর্শনে পুরপ্রধান: টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড। বৃষ্টি মাথায় জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে গেলেন বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ, তাঁর সঙ্গে ছিলেন একাধিক কাউন্সিলর ও পুরসভার কর্মী। এদিন তাঁরা ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের কাছে গিয়ে তাঁদের খোঁজখবর নেন। পুরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, পুরসভার ২ টি ওয়ার্ডে কমবেশি জল জমেছে। তবে ইছামতী নদী লাগোয়া ওয়ার্ডগুলিতে জল বেশি জমেছে। জল সরানোর জন্য পাম্প বসানো হচ্ছে। যাদের বেশি অসুবিধা হচ্ছে তাদের উঁচু জায়গায় সরে আসতে বলা হয়েছে। তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজের জন্য বন্ধ থাকবে তারকেশ্বর স্টেশন, বাতিল ট্রেন, বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজের জন্য বন্ধ থাকবে তারকেশ্বর স্টেশনে। ট্রেন চলাচল কিছু বাতিল করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে পূর্ব রেল। নতুন ভাবে সেজে ওঠার কাজ চলছে তারকেশ্বর স্টেশনে। তারকেশ্বরে ফুট ওভারব্রিজের কাজের জন্য শনিবার ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল অবধি বিশেষ ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লক থাকবে। সে কারণে হাওড়া-তারকেশ্বর ও তারকেশ্বর-আরামবাগ শাখায় একাধিক ট্রেন বাতিল করেছে রেল কর্তৃপক্ষ।

পূর্ব রেলওয়ের তরফে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে হাওড়া-তারকেশ্বর ও তারকেশ্বর-আরামবাগ শাখায় আপ লাইনে ২টি ও ডাউন লাইনে ১টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে এবং রবিবার সকালে আপ লাইনে ২টি ও ডাউন লাইনে ৩টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ শনিবার রাত ১১টা থেকে রবিবার সকাল ৬টা অবধি আপ ও ডাউন মিলিয়ে মোট ৮টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রেলের তরফে তারকেশ্বর স্টেশনে শনিবার সকাল থেকে এই সংক্রান্ত ঘোষণা মাইকিং করা হচ্ছে জনসাধারণের জন্য।

মাইকের পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছে স্টেশন চত্বরে। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে তারকেশ্বর স্টেশনে কাজ শুরু হয়েছে। নবরূপে সেজে উঠছে তারকেশ্বর স্টেশন। চলছে ফুট ওভারব্রিজের নির্মাণ কাজ। সেই ফুট ওভারব্রিজের কাজের জন্যেই শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল অবধি ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লক নেওয়া হয়েছে। যার কারণে আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট ৮টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

যে লোকাল ট্রেনগুলো বাতিল করা হয়েছে তা হল, ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার আপ হাওড়া তারকেশ্বর লোকাল ৩৭৩৫১ (২৩০৫), আপ তারকেশ্বর আরামবাগ লোকাল ৩৭৩৯১ (২২২৫) ও ডাউন আরামবাগ তারকেশ্বর লোকাল ৩৭৩৯৪ (২৩১৫)। ১৫ সেপ্টেম্বর রবিবার আপ শেওড়াফুলি তারকেশ্বর লোকাল ৩৭৪১১ (৫১৫), আপ তারকেশ্বর আরামবাগ ৩৭৩৮৫ (৪০০) এবং ডাউন তারকেশ্বর হাওড়া লোকাল ৩৭৩১২ (৩৫০), ডাউন তারকেশ্বর শেওড়াফুলি লোকাল ৩৭৪১২ (৪০৫) ও ডাউন আরামবাগ তারকেশ্বর ৩৭৩৮৬ (৪.৫০) লোকাল বাতিল করা হয়েছে।

ন্যাশনাল লোক আদালত অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির জন্য লোক আদালত অনুষ্ঠিত হল শনিবার। দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে উদ্যোগী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। এদিন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফে জেলা আদালত চত্বরে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবনে এই লোক আদালতের আয়োজন করা হয়। এদিন সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ মামলার শুনানি হয়। এর মধ্যে প্রায় ১০০০টি কোর্টের মামলা ও ব্যাঙ্ক রিকভারির বেশ কিছু আবেদন জমা পড়েছিল জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে। এর মধ্যে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তৎক্ষণাতই বেশ কিছু মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

উল্লেখ্য, ভারতের বিচার ব্যবস্থার বিরোধ নিষ্পত্তির এক অভিনব বিকল্প রূপ এবং সাম্প্রতিক সংযোজন হল- লোক আদালত। লোক আদালত বলতে সেইসব আদালত বোঝায় যেখানে দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক বিবাদ, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ, পথ দুর্ঘটনা, বিমা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন প্রভৃতি দেওয়ানি মামলার বিচার কম খরচে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। তাই স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে মানুষের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার এক প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে লোক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেইমতো এদিন বালুরঘাটে অবস্থিত জেলা আদালতের লোক আদালতের মাধ্যমে বেশ কিছু মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।

এবিষয়ে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফে এক ব্যক্তি বলেন, 'গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের এখানেও ন্যাশনাল লোক আদালত চলছে। ব্যাংক, কোর্ট কেস সহ সব কিছু নিয়েই একযোগে ন্যাশনাল লোক আদালত চলছে। আশা করছি, বেশ কিছু মামলার নিষ্পত্তি হবে। এখানে খুবই ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।'

চুরি করতে গিয়ে ঘরচাপা পড়ে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রাস্তা সম্প্রসারণের কাজের সময় হঠাৎ করেই বাড়ি ভাঙা অংশে লোহার রড চুরি করতে গিয়ে বাড়ির একাংশ ধসে পড়ায়, তার নীচে বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে থাকার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। অবশেষে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় বাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার দুই ব্যক্তির মৃতদেহ।

শনিবার রানিগঞ্জের সাহেবগঞ্জ মোড় এলাকার কাছেই ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজে বাড়ি ভাঙা একটি অংশের দেওয়াল চাপা পড়ে, তাতে বেশ কয়েকজন ব্যক্তির চাপা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে রানিগঞ্জ থানার বল্লভপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল পৌঁছয়। স্থানীয়দের দাবি, বেশ কয়েকজন সেখানে লোহা চুরি করার সময় চাপা পড়ে থাকতে পারে। সমস্ত বিষয়টি নজর রাখছে পুলিশ প্রশাসন। মাটি কাটার জেসিবি মেশিন দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয় বাড়ির ভাঙাচোরা অংশ।

৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই বাইপাস রোড নির্মাণের জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। তারই মধ্যে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য সেখানের বাড়িঘর সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। সেই অংশেরই একটি বাড়িতে এরূপ ভাবে ধসের ঘটনা ঘটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কী ভাবে, কী কারনে, কারা সেখানে, লোহার রড নিতে গিয়েছিলেন সে নিয়ে এখনও কিছুই জানা যায়নি। ওই অংশে আটকে থাকা মানুষজন সম্পর্কে কোনও তথ্য মেলেনি।

কলকাতায় ঋণ পুনরুদ্ধার আপিল ট্রাইব্যুনাল
৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৭ম তলা কলকাতা–৭০০০০১
২০২৩ সালের নিয়মিত আপিল নং ১২৫
(২০১৩ সালের T.A. নং ২২৮ থেকে উদ্ভূত)
ডাক্তার বিনোদ মোর ...আপিলকারী
বনাম ভার্সাস
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক ...উত্তরদাতারা
প্রতি,
১. ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক (আগের ভারত ওভারসিজ ব্যাঙ্ক), 3B, লাল বাজার স্ট্রিট, পুলিশ স্টেশন হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১
২. হিলিয়ন ট্রেড লিংক প্রাইভেট লিমিটেড, 192B, নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, পোলিস স্টেশন বরতলা স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৬
৩. সত্যনারায়ণ জালান, 192B, নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, পুলিশ স্টেশন বুর্তালা স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৬
৪. পবন সিংহানিয়া, স্বত্বাধিকারী শ্রী ভেঙ্কটেশ উদ্যোগ, গুরুদ্বারা রোড, রাউরকেলা, ওড়িশা–৭৬৯০০১

সমন

যেখানে আপীলকারী ঋণ পুনরুদ্ধার এবং দেউলিয়া আইন ১৯৯৩–এর ধারা ২০–এর অধীনে Ld–এর দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছেন। প্রিসাইডিং অফিসার, ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল-III, কলকাতা ২৮.১০.২০২০ তারিখে T.A. নং ২২৮ অফ ২০১৩। আপনাকে এতদ্বারা এই ট্রাইব্যুনালের সামনে সকাল ১০.৩০ টায় বা তার পরে অবিলম্বে ১৭.০৯.২৪ তারিখে ট্রাইব্যুনালের সুবিধা অনুসারে দাবির উত্তর দেওয়ার জন্য লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য তলব করা হয়েছে।
২. আপনি যদি কোনও নথি ফাইল করতে চান তবে আপনি লিখিত বিবৃতি সহ একটি তালিকা সহ ফাইল করতে পারেন।
৩. যখন আপনি ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তিগতভাবে বা একজন পিলিডারঅ্যাডভোকেট দ্বারা যথাযথভাবে নির্দেশিত হয়ে হাজির হন তখন আপনার নিবন্ধিত ঠিকানা এবং উপস্থিতির একটি মেমো ফাইল করা উচিত।
৪. লক্ষ্য করুন যে, এখানে উল্লিখিত দিনটিতে আপনার উপস্থিতির ডিফল্ট হলে শুনানি হবে এবং আপনার অনুপস্থিতিতে নির্ধারিত হবে।
এই ৯ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে আমার হাতে এবং ট্রাইব্যুনালের সিলমোহরে প্রদত্ত।

সমন জারি করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস: 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
টেলিফোন নং: ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/ ৭৪০১/৭৪০২
ই-মেইল: smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে সেকশন ১০৮ এবং ১১০ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সংশোধিত (**'দ্য অ্যাক্ট'**) এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪, সংশোধিত (**'ম্যানেজমেন্ট রুলস'**), জেনারেল সার্কুলার নং. ১৪/২০২০ তারিখ- ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ- ১৩ এপ্রিল,২০২০, ২০/২০২০ তারিখ- ৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ- ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ-২৮সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ- ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ- ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ- ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ- ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ- ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ৯/২০২৩ তারিখ- ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (**'এমসিএ সার্কুলার'**), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ - ১২ মে, ২০২০, সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ- ১৫ ই জানুয়ারী, ২০২১, সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ- ১৩ মে, ২০২২, সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ-০৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ-৭ অক্টোবর,২০২৩ (একত্রে 'সেবি সার্কুলার') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং অবলিগেশন এন্ড ডিস ক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ সংশোধিত হিসাবে (**'এলওডিআর রেগুলেশনস'**) এবং অন্য কোন প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ, আপাততঃ বলবৎ), অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং ('ই-ভোটিং') প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিশেষ রেজোলিউশনের জন্য এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড ('দ্য **কোম্পানি'**) এর সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে।

ক্র. নং	বিশেষ রেজোলিউশনের বর্ণনা
১.	কোম্পানিজ এ্যাক্ট, ২০১৩ অনুযায়ী কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের মেমোরেন্ডামের নতুন সেট গ্রহণ।
২.	কোম্পানিজ এ্যাক্ট, ২০১৩ অনুযায়ী কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের আর্টিকেলগুলির নতুন সেট গ্রহণ।
৩.	নন-প্রোমোটার শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করা।
৪.	প্রোমোটার এবং নন-প্রোমোটার শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইক্যুইটি শেয়ারে সম্পূর্ণ রূপান্তরযোগ্য ওয়ারেন্ট জারি করা।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি শনিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে সাধারণ সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, এবং যাদের নাম শুক্রবার, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (**'কাট-অফ তারিখ'**) অনুযায়ী সদস্যদের নিবন্ধন/ বেনিফিসিয়াল মালিকদের তালিকায় আছে।

এমসিএ সার্কুলারগুলির বিধান অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র ই- ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। সদস্যদের ভোটদানের অধিকার ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গণনা করা হবে। সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে তাদের হাতে থাকা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ভিত্তিতে গণনা করা হবে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি ব্যবহার করবেন।

যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩-, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোন ০৩৩-২২৪৮২২৪৮, ফ্যাক্স-০৩৩-২২৪৮৪৭৮৭, mdpldc@yahoo.com এর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সভার বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি পেতে, রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলী এবং ভিসির মাধ্যমে সভায় অংশ নেওয়ার জন্য নির্দেশাবলী পেতে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ('সিডিএসএল') এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে । ১৫ই, সেপ্টেম্বর ২০২৪ (রবিবার) সকাল ০৯.০০ টা থেকে ভোট দেওয়া শুরু হবে এবং শেষ হবে ১৪ই, অক্টোবর,২০২৪ (সোমবার) বিকাল ০৫.০০ টা, এরপরে সিডিএসএল দ্বারা ই-ভোটিং সুবিধা অক্ষম করা হবে।

বোর্ড শ্রী সুধাংসু শেখর পানিগ্রাহী, (সদস্য নং ২৩১৮৭) (সিপি নং ১৯৬৪৯) প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ভোটদান প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার (**'স্ক্রুটিনাইজার'**) হিসাবে নিয়োগ করেছে।

ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পর স্ক্রুটিনাইজার তার রিপোর্ট চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন এবং ফলাফল ১৫ই অক্টোবর, ২০২৪-এ বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com এ প্রদর্শিত হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিটরি, রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com, বিএসই লিমিটেড (**'বিএসই'**) এর ওয়েবসাইটের প্রাসঙ্গিক বিভাগ www.bseindia.com এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (**'সিএসই'**) এর www.cse-india.com যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেডের (**'সিডিএসএল'**) ওয়েবসাইট www.cdslindia.com এ ও পাওয়া যাবে।

সিডিএসএল এর ই-ভোটিং সিস্টেম সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ তে যোগাযোগ করতে পারেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার মিস পুনম ভাটিয়াকে লিখতে পারেন 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০-এ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অথবা ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/ ৭৪০১/৭৪০২ নম্বরে যোগাযোগ করুন অথবা সদস্যরা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিডিএসএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ এর সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ -এ কল করুন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা **পুনম ভাটিয়া**
তারিখ: ১৪.০৯.২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি-কাম-কমপ্লায়েন্স অফিসার**

মানবিকতার পরিচয় অটোচালকের, কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ফেরত ব্যক্তিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: মানবিকতার পরিচয় দিলেন এক অটোচালক, কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ফেরত দিলেন ব্যক্তিকে। শুক্রবার রাতে বৃষ্টির মধ্যে এক যাত্রী তাঁর অটো রিজার্ভ করেছিলেন ভাড়ার জন্য। সেই মতো যাত্রীকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে রওনা হন অটোচালক। কিছুটা যেতেই মাঝপথে ওই যাত্রী অটো থেকে নেমে যান অটোচালককে কিছু না বলে।

পরবর্তীতে অন্যান্য যাত্রীরা বলেন, ওই অটো যাত্রী নেমে গিয়েছে। কিন্তু ওই যাত্রী ফেলে যান তাঁর ব্যাগ। ওই যাত্রী যেখানে নেমে গিয়েছিলেন সেই গন্তব্যস্থলে একাধিকবার রাতেই খোঁজ করে তাঁকে পাওয়া যায় না। অটোচালক স্থানীয় কয়েকজনকে বলে আসেন ঘটনার কথা। পরবর্তীতে শনিবার সকালে অশোকনগর থানায় ব্যাগটি নিয়ে উপস্থিত হন অটোচালক এবং অটো ইউনিয়নের সেক্রেটারি। পুলিশের সামনে খোলা হয় ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় জামাকাপড়, জায়গা জমির কাগজপত্র, আধার কার্ড এবং নগদ ৯৮ হাজার ৬০০ টাকা।

ব্যাগ থানায় জমা রেখে চলে যান আবার নিজের পেশায় অটোচালক। অটো স্ট্যান্ডে যেতেই পরবর্তীতে দেখা হয় সেই অটো যাত্রীর সঙ্গে। তিনিও খোঁজ করতে অটোস্ট্যান্ডে আসেন। সেই অটো যাত্রীকে নিয়ে আবার থানায় আসেন অটোচালক পুলিশের উপস্থিতিতে ওই অটো যাত্রীকে তুলে দেওয়া হয় টাকা এবং ব্যাগ। ব্যাগ ফিরে পেয়ে খুশি অটো যাত্রী। ওই অটো যাত্রী জানান, তাঁর নাম দিলীপ সাহা, বাড়ি অসমে। তিনি দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন ভুলে অটো থেকে নেমে যান তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান, বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। সামান্য ছোলা বিক্রি করে দিন এই সংসার চালান। জমানো যা টাকা ছিল তিনি নিয়ে চলে আসেন। টাকা ফিরে পেয়ে খুশি ব্যক্তি ধন্যবাদ জানান পুলিশ এবং অটোচালককে।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.১০.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৮.১০.২০২৪ তারিখে ৫২,০১,৫৮৭.০০ (বাহান্ন লক্ষ এক হাজার পাঁচশো সাতাশি টাকা মাত্র) ২৯.০৬.২০২৩ পর্যন্ত গণনাকৃত সুদ সহ তদুপরি ভবিষ্যতের সুদ এবং খরচ** পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - **শ্রী পার্থ মুখোপাধ্যায় (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত রাধিকা রঞ্জন মুখার্জি, **ঠিকানা**- ৭, মৈত্র পাড়া লেন, পোস্ট ও থানা-শান্তিপুর, জেলা-নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১৪০৪-এর বকেয়া আছে।

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

০৬.০৮ ডেসিমেলক পরিমাপের একটি খালি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা শান্তিপুর মৌজায় অবস্থিত, যার জেএল নং ২২, দাগ নং, আরএস নং ২৭৮৭, এলআর -২৭৯৯ এবং খতিয়ান নং -এলআর ১৬৫২৮, ভিটি জমি, মৈত্র পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং -১৩, পোস্ট ও থানা-শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪।
নিম্নোক্তমতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- মৈত্র পাড়া লেন তারপরে নিমাই রায়ের বাড়ি, দক্ষিণে- অনিমা দাস এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, পূর্বে- দাতার সম্পত্তি (রাধিকা রঞ্জন মুখার্জির বাড়ি), পশ্চিমে- সুনীল দেবনাথের বাড়ি দ্বারা।
রিজার্ভ মূল্য হবে **২৫,৫৪,০০০.০০ টাকা** এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে **২,৫৫,৪০০.০০ টাকা**, বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০,০০০.০০ টাকা**।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.১০.২০২৪	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং - ৯৭৪৮৮৭০৪৩৮

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ১৫.০৯.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ছাত্রীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ধৃত বরখাস্ত শাসক নেতার ৩ দিনের পুলিশ হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখী থানা এলাকায় এক দ্বাদশ শ্রেণির স্কুল ছাত্রীকে ঘরে আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল সোনামুখী ব্লকের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তথা সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতি বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ মিত্রের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতা ওই ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে শুক্রবারই সোনামুখী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের পরই অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে দল থেকে সাসপেন্ড করে জেলা নেতৃত্ব। এমনকি কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকেও যাতে তাঁকে বরখাস্ত করা হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হয়েছে। অভিযোগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছিল সোনামুখী থানার পুলিশ। শনিবার অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলো সোনামুখী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে। তিন দিনের পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দিল আদালত। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছেন নির্যাতিতার পরিবার।

কঠোর শাস্তির দাবি

প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে অপসারণের দাবিতে সরব তৃণমূলই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পঞ্চায়েত পরিচালনার ক্ষেত্রেও এবার শাসক তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামনে আসার দাবি। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এমন জায়গায় পৌঁছল যে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে অপসারণের দাবিতে সরব হলেন পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যরাই। ঘটনা বাঁকুড়ার তৃণমূল পরিচালিত তালডাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের।

বাঁকুড়ার তালডাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি আসনের মধ্যে ১১টি আসন তৃণমূলের দখলে। ৩টি আসন বিজেপি ও ১টি আসন সিপিএমের দখলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন তৃণমূলের দখলে থাকায় ওই পঞ্চায়েতের প্রধান রয়েছে তৃণমূলের। সম্প্রতি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ২০ জন করে তরুণ তরুণীকে প্রশিক্ষণের জন্য নামের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়। অভিযোগ, সেই তালিকাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

তৃণমূলের সদস্যদের একাংশের দাবি, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই নিজের ইচ্ছামতো তালিকা তৈরি করে বিডিও অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। অন্যান্য ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত সদস্যদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয় বলে অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই পঞ্চায়েত প্রধান অরুণ ঘোষকে অপসারণের দাবিতে তালডাংরার বিডিও এবং বাঁকুড়া লোকসভার সাংসদের কাছে লিখিত আবেদন জানান, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের নির্বাচিত অপর ১০ জন সদস্য সদস্যা।

তাঁদের দাবি, পঞ্চায়েত প্রধানের এই কাজকর্মের ফলেই গত লোকসভা নির্বাচনে এলাকায় তৃণমূলের ফলাফল খারাপ হয়েছে। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, পঞ্চায়েতের সকল সদস্যকে ডেকেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুধুমাত্র তাঁকে কালিমালিপ্ত করতেই এমন মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। বিরোধী বিজেপির দাবি, তৃণমূলের অন্দরেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোলের জেরেই এমন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

চুঁচুড়ায় তাঁত বস্ত্রমেলার উদ্বোধনে জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আর্জি রচনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ায় তাঁত বস্ত্র মেলার উদ্বোধনে করে জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আবেদন জানালেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চুঁচুড়ায় শুরু হয়েছে তাঁত বস্ত্র মেলা। আর সেই মেলার উদ্বোধন করলেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবারের এই মেলার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রচনা। সেখান থেকে জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আবেদন জানান তিনি। হুগলির তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'আপনাদের আন্দোলনে আমরা সকলে সামিল। আমরা সবাই চাই বিচার হোক। কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যার জন্য আপনারা এই ধরনের আন্দোলন করছেন, সেই ঘটনা আরও অনেক বাড়ির ভিতরে ঘটে চলেছে দিনের পর দিন। প্রায় ৩৪ দিন হয়ে গেল আপনারা কোনও রকম সেবা দিচ্ছেন না। আপনাদের মনে রাখতে হবে এর জন্য অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। তাই করজোড়ে অনুরোধ করছি যদি মানুষের পাশে থাকেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উৎসবে ফিরে আসার' বার্তা প্রসঙ্গে রচনা মন্তব্য করেন। হুগলির তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'আমি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা মনে করি দিদি যা বলেন তিনি চিন্তাভাবনা করেই কথা বলেন। তাঁর কথাকে আমরা স্মরণ করি। পুজো নিশ্চয়ই হওয়া দরকার। পুজোর সঙ্গে শুধু আনন্দ নয় প্রচুর মানুষের ব্যথাবেদনা শ্রম সবকিছু জড়িয়ে রয়েছে। যাঁরা মণ্ডপ নির্মাণ করেন, তাঁরা কত শ্রম দিয়ে মণ্ডপ নির্মাণ করেন। উৎসব এলেই অনেক মানুষের রুজি-রোজগার করে সংসার চলে তাই সেটাকে ভুলে গেলে হবে না।'

নবী দিবস উপলক্ষে কাঁকসা থানায় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আগামী সোমবার বিশ্বজুড়ে পালিত হবে নবী দিবস। কাঁকসায়ও ইসলাম ধর্মের মানুষরা নবী দিবস উপলক্ষে আনন্দে মেতে উঠবেন ওইদিন। নবী দিবসের উৎসবে যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয় এবং আসন্ন নবী দিবস যাতে ধুমধামে পালিত হয়, সেই বিষয়ে শনিবার কাঁকসা থানায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার বিভিন্ন এলাকার মসজিদের ইমামরা। কাঁকসা দানবাবা সেবা কমিটির সদস্যরা, কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরা সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

এদিন বৈঠক শেষে দানবাবা সেবা কমিটির সদস্য তথা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পিরু খান জানিয়েছেন, কাঁকসা ব্লকে সমস্ত ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়ে তাঁরা একে অপরের উৎসবে আনন্দ উপভোগ করেন। এটাই কাঁকসার ঐতিহ্য। আগামী সোমবার কাঁকসার দানবাবা মাজার থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হবে। সেই শোভাযাত্রায় ইসলাম ধর্মের মানুষরা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের মানুষেরাও যোগ দেবেন। সেই শোভাযাত্রা কী ভাবে সম্পন্ন হবে সেই বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক ভাবে আলোচনা করার পাশাপাশি সোমবার, দিনভর নবী দিবসকে সামনে রেখে যাতে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রশাসন সর্বদা সতর্ক থাকবে এবং তাদের সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে।

কংক্রিটের সেতু ভেঙেছে বন্যায়, চিন্তায় কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরে ছোট পাগলা খালের ওপর ছিল একটি কংক্রিটের সেতু। যে সেতু দিয়ে হাজার হাজার মানুষ এবং কৃষক পারাপার করতেন। ছোট পাগলা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষদের চাষের জমিতে যেতে হয় এই খাল পেরিয়ে। খালের ওপারে রয়েছে কৃষকদের কয়েক হাজার একর ধানের জমি। কৃষকদের দাবি, আর সপ্তাহখানেক বাদেই সমস্ত ধান ঘরে তুলতে হবে তার আগেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন কৃষকরা। কারণ এই খালের ওপর যে কংক্রিটের সেতুটি ছিল, তা ৮ থেকে ১০ বছর আগে বন্যার জলে কিছু অংশ ধসে পড়ে। ধসে যাওয়া সেতুর ওপর দিয়েই কোনও ক্রমে পারাপার করছিল সাধারণ মানুষ থেকে কৃষকরা। তবে মাসখানেক আগে পুনরায় বৃষ্টির জলে ফুলেঁফেপে উঠেছিল এই ছোট পাগলার খাল। আর তারই জলের স্রোতে ভেঙে গিয়েছিল অবশিষ্ট কংক্রিটের সেতু। সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কৃষকদের চাষের জমির সঙ্গে। যার ফলেই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে এলাকার কৃষকদের। এই পরিস্থিতিতে এলাকার কৃষকরা একজোট হয়ে কোতুলপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত আকারে তাঁদের সমস্যার কথা জানান। তাঁদের দাবি, কৃষকদের উৎপাদিত ফসল যাতে তাঁরা ঘরে তুলতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দিক প্রশাসন। কৃষিকাজ করেই কৃষকদের জীবন জীবিকা চলে।

কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি ও সেচ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সমীর কুমার বাগ জানান, ভেঙে যাওয়া সেতু নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে সমস্ত দপ্তরে। যেহেতু বড় প্রজেক্ট তাই পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে প্রোপোজাল পাঠানো হয়েছে জেলায়। সমস্যার সমাধান হবে। তবে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের উৎপাদিত ফসল ঘরে তোলার জন্য একটি অস্থায়ী রাস্তার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা চলছে।

শাখা ডাকঘরে টাকা তছরুপের অভিযোগ পোস্টমাস্টারের বিরুদ্ধে, ক্ষোভ গ্রাহকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার মড়ার গ্রামে রয়েছে একটি শাখা ডাকঘর। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ সেই ডাকঘরে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা রেখেছিলেন। কেউ ৫০ হাজার কেউ ১ লাখ কেউ আবার ৩ লাখ টাকা পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টে রেখেছিলেন এমনটাই দাবি গ্রাহকদের। হঠাৎ বেশ কিছু গ্রাহক টাকা তুলতে গেলে জানতে পারেন তাঁদের পাশবুকে যে টাকার অংক জমা রয়েছে, আদতে অ্যাকাউন্টে সেই টাকা নেই। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের প্রচুর গ্রাহক এসে উপস্থিত হয় মড়ার শাখা ডাকঘরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডাকঘরের সামনে বসে গ্রাহকরা অপেক্ষা করলেও ডাকঘরের চাবি খোলা হয়নি।

গ্রাহকদের অভিযোগ, মড়ার শাখা ডাকঘরের পোস্টমাস্টার এই দুর্নীতি করেছেন। এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের না হলেও মুখ্য ডাকঘরের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিভাগীয় তদন্ত শুরু

নির্মীয়মাণ স্টিল কারখানায় দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কারখানার মধ্যে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম স্বপনকুমার মাজি (৫৫)। বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের নন্দুয়াড়ার ১১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের নতুনডি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার লছমনপুরে এলাকায় গড়ে ওঠা একটি স্টিল শিল্প গোষ্ঠীর সুসংহত ইস্পাত কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন স্বপনবাবু। শুক্রবার বিকেলে কাজ করার সময়ে কারখানার মধ্যেই একটি গাড়ির ধাক্কায় গর্তের মধ্যে ছিটকে পড়েন তিনি। উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার খবর এলাকায় জানাজানি হতেই অন্যান্য শ্রমিকরা সহ মৃতের পরিবারের আত্মীয়রা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানায় রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে। শনিবার সকালে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

মাটির বাড়ি ধসে মৃত এক, আহত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার কোতুলপুরে মাটির বাড়ি ধসে মৃত্যু হল একজনের। মৃতের নাম রুবি সিং। ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন। কোতুলপুর থানার কোনারপুর গ্রামে শুক্রবার রাতে বৃষ্টির মাঝে মাটির দোতলা একটি বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার কোনারপুর গ্রামে নিজের মাটির বাড়িতে অন্যান্য দিনের মতোই পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন বছর ৬৫ বয়সি রুবি সিং। গভীর রাতে বৃষ্টির মধ্যে আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়িটি।

রাস্তায় ধস, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: টানা বৃষ্টির জেরে লাউদোহার দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার ঢিলছোড়া দূরত্বে থাকা প্রধান রাস্তায় ধস। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রশাসনিক আধিকারিক ও ইসিএল আধিকারিকরা।

শুক্রবার রাত্রি থেকে শনিবার বেলা বারোটা পর্যন্ত প্রবল বর্ষণে ভিজেছে খনি অঞ্চল। টানা বৃষ্টিতে লাউদোহার ফরিদপুর থানার একেবারে নাকের ডগায় ধস। ধসের কবলে লাউদোহা ও মাধাইগঞ্জ থেকে উখড়া, অণ্ডাল ও দুর্গাপুর যাওয়ার প্রধান রাস্তায়। তবে টানা বৃষ্টির কারণে ধস নাকি কিছুদিন আগেই নতুন ভাবে তৈরি হওয়া এই রাস্তা নির্মাণের কোনও গোলযোগের কারণে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে।

লাউদোহার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের এই রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। এই রাস্তা দিয়েই প্রতিনিয়ত বহু মানুষ বিডিও অফিস, লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব কার্যালয়। এছাড়াও লাউদোহার কালিতারা উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌঁছনোর একমাত্র রাস্তায় এভাবে ধসের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। এখন দেখার বিষয় কখন ধস কবলিত এলাকা মাটি দিয়ে ভরাট করার কাজ শুরু করে ইসিএল কর্তৃপক্ষ, তবে তড়িঘড়ি ধস কবলিত এলাকাটি মাটি দিয়ে ভরাটের কাজ করছে ইসিএল, যাতে করে ওই ধসজনিত স্থানে পড়ে কেউ দুর্ঘটনার শিকার না হয়।

শুধু তাই নয় এই রাস্তার পাশেই রয়েছে ফরিদপুর থানা, জরুরি কাজে সেখানেও মানুষকে আসতে হয়। আপাতত ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। এই রাস্তায় ধস মাটির নীচে কতদূর পর্যন্ত বিস্তার ঘটিয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখার ব্যাপার।

স্কুলের মিড ডে মিলে রান্নাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই পার্বণের মধ্যে রান্নাপুজো একটি লোক উৎসব বলে প্রচলিত। এবার সেই রান্নাপুজোর সব পদ মিলল স্কুলের মিড ডে মিলে। জানা গিয়েছে, শনিবার আমতার সোনামুই উচ্চ সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী মিড ডে মিলে পেল রান্নাপুজোর স্বাদ। এদিন স্কুলের অভিনব এই মিড ডে মিলে সামিল ছিলেন অভিভাবকরাও। মূলত মায়েরাই মিড ডে মিল কর্মীদের সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ১৫ রকম পদ রান্না করলেন ও সহযোগিতা করলেন। যা খেয়ে রীতিমতো উৎসবের মেজাজে মেতে উঠল কচিকাঁচারা। বর্ষার আমেজে যা নতুন মাত্রা দেয়। আর নেপথ্যে ছিলেন প্রধান শিক্ষক সুমন্ত সাউ। খুশি সব পক্ষই।

উল্লেখ্য, ধর্মপ্রাণ মানুষ রান্নাপুজোকে মা মনসা হোক বলে অভিহিত করে থাকেন।

আবার সামাজিক ভাবে রান্নাপুজোর গুরুত্ব রয়েছে অনেকটাই। ওয়াকিবহাল মহল মনে করে, ভাদ্র মাসের আগে যেহেতু প্রচুর বৃষ্টি হয় তাই গৃহস্থের হেঁসেলে টানাটানি থাকে। মন কিছুটা ভারাক্রান্ত থাকে। এই ভারাক্রান্ত মনকে একটু খুশিতে ভরিয়ে তোলা সামাজিক উৎসব রান্নাপুজোর মাধ্যমে পালিত হয়।

সাধারণত গ্রামবাংলায় যে সমস্ত শাকসবজি পাওয়া যায়। তার সবকিছু দিয়ে বিভিন্ন পদ রান্না করা হয়। আর তার মাধ্যমে একদিকে যেমন রসনার তৃপ্তি হয়, তেমনি মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে এবং সামাজিক গেট টুগেদার হয়। আবার পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে এই সময়ে মানুষের শরীরের বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি এবং খনিজ লবণের ঘাটতি দেখা দেয়। রান্নাপুজোর বিভিন্ন পদের মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূরণ করা যায়। কারণ রান্নাপুজোর পদের মধ্যে থাকে চালতার চাটনি, কচু শাক, খেসারির ডাল, বিভিন্ন সবজি ভাজা শাকসবজি ইত্যাদি। গ্রামবাংলায় ভাদ্র মাসে কয়েকটি নামে রান্নাপুজো পরিচিত। ইচ্ছে রান্না, গাবড়া রান্না, বুড়ো রান্না ইত্যাদি।

হার দিয়ে আইএসএল শুরু ইস্টবেঙ্গলের

১-০ গোলে লাল-হলুদকে হারাল সুনীলের বেঙ্গালুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলের প্রথম দিন নিজেদের প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করেছিল মোহনবাগান। দ্বিতীয় দিন পয়েন্ট নষ্ট করল কলকাতার আর এক প্রধান ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান ড্র করলেও ইস্টবেঙ্গল হারল। বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে ০-১ গোলে হারল তারা। আইএসএলের শুরুটা ভাল হল না তাদের।

অ্যাওয়ে ম্যাচে শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম একাদশে ছিলেন না ক্লেটন সিলভা। দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসের উপর ভরসা রেখেছিলেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তবে ঘরের মাঠে শুরু থেকেই দাপট ছিল বেঙ্গালুরুর। সুনীল ছেত্রী শুরু থেকেই খেলছিলেন। দর্শকদের সমর্থনও ছিল তাঁদের দিকে।

১২ মিনিটের মাথায় খেলার গতির বিপরীতে বল পান ইস্টবেঙ্গলের জিকসন সিংহ। অনেকটা দূর থেকে শট মারেন তিনি। গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু সেই বল বাঁচান। ১৫ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। বক্সের মধ্যে বল পেয়ে মাটি ঘেঁষা শটে গোল করেন বিনিথ। বেঙ্গালুরুর হয়ে আইএসএল অভিষেকে গোল করলেন তিনি। তবে এই গোলের ক্ষেত্রে দায়ী লাল-হলুদ রক্ষণ। বিনিথ অরক্ষিত অবস্থায় বল পান। তাঁকে

আটকানোর কোনও চেষ্টাই করেননি ডিফেন্ডারেরা।

গোল খাওয়ার পরে কিছুটা হলেও খেলায় ফেরে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু আক্রমণ ভাগের ফুটবলারেরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। বলের দখল বেশি ছিল বেঙ্গালুরুর। সুনীল ছটফট করছিলেন। দু'দলই সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। ১-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় বেঙ্গালুরু।

বিরতির পরে শুরুর কয়েক মিনিট আবার আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় বেঙ্গালুরু। কিন্তু গোল করতে পারেনি তারা। তার মাঝেই দিয়ামানতাকোস, শৌভিক চক্রবর্তীরা সুযোগ নষ্ট করেন। বক্সের মধ্যে থেকে বারের উপর দিয়ে বল উড়িয়ে দেন শৌভিক। ৬৯ মিনিটে বেঙ্গালুরুর পেরেরা দিয়াজ গোল করলেও তা অফসাইডে বাতিল হয়।

বাধ্য হয়ে মাদি তালাল, ক্লেটন, পিভি বিষ্ণুদের নামিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কুয়াদ্রাত। ফলে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ কিছুটা বাড়ে। কিন্তু সময় কমছিল। ফলে চাপ বাড়ছিল তাদের উপর। তার মাঝেই ৮৫ মিনিটের মাথায় সমতা ফেরানোর সহজ সুযোগ পান ক্লেটন। বক্সের মধ্যে থেকে জোরে শট মারেন তিনি। ফলে বল বার উঁচিয়ে চলে যায়। শেষ দিকে গোল বাঁচাতে রক্ষণে লোক বাড়ান বেঙ্গালুরুর কোচ।

ইস্টবেঙ্গলের পুরো দল আক্রমণে ওঠায় প্রতি আক্রমণ থেকে মাঝে মাঝে সুযোগ পাচ্ছিল বেঙ্গালুরু। সেই আক্রমণ থামাতে গিয়ে ৮৭ মিনিটের মাথায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন লালচুংনুঙ্গা। ১০ জনে হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ফলে সমস্যা আরও বাড়ে কুয়াদ্রাতের। আট মিনিট সংযুক্তি সময় পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। শেষ দিকে মাথা গরম করতে থাকেন দু'দলের ফুটবলারেরা। ফলে খেলায় বিঘ্ন ঘটে। তাতেও কোনও লাভ হয়নি ইস্টবেঙ্গলের। হেরে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের।

ওড়িশাকে হারাল চেন্নাইয়িন; শনিবারের প্রথম ম্যাচে ওড়িশা এফসিকে ৩-২ গোলে হারাল চেন্নাইয়িন এফসি। খেলার ৯ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করেন ওড়িশাকে এগিয়ে দেন দিয়েগো মৌরিসিও। দ্বিতীয়ার্ধে ৪৮ মিনিটের মাথায় সমতা ফেরান ফারুখ চৌধরি। ৫১ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন ফারুখ। ৬৯ মিনিটে চেন্নাইয়িনের হয়ে তৃতীয় গোল করেন ড্যানিয়েন চিমা চুকু। সংযুক্তি সময়ে রয় কৃষ্ণ ওড়িশার হয়ে এক গোল শোধ করলেও দলকে জেতাতে পারেননি।

বাংলাদেশের ৬ ফুট ৩ ইঞ্চির পেসারকে সামলাতে বিশেষ পরিকল্পনা ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত কয়েক বছর ধরেই ভারতীয় দলের অনুশীলনে বিশেষ ধরনের প্রস্তুতি দেখা যায়। কোনও ম্যাচের একটি কাল্পনিক পরিস্থিতি তৈরি করে সেই অনুযায়ী অনুশীলন করেন ক্রিকেটারেরা। গৌতম গম্ভীরের আমলেও তার ব্যতিক্রম নেই। তাই প্রতিপক্ষের শক্তি অনুযায়ী বোলার নির্বাচন করে অনুশীলন চলছে। শনিবারের অনুশীলনে তেমনই দেখা গেল পঞ্জাবের গুরনুর ব্রারকে। বাংলাদেশের নাহিদ রানাকে সামলাতে তাঁকে নেটে ডাক হয়েছে।

বাংলাদেশের নাহিদের উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। ফলে অনেক উচ্চতা থেকে বল ছাড়েন তিনি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন। বেশি উচ্চতা থেকে ছাড়ার কারণে তাঁর বলের লেংথ এবং বাউন্সও আলাদা হয়। সেটারই মোকাবিলা করতে চাইছে ভারত।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ের পিচের চরিত্রে বদল হতে পারে। সাধারণত চিদম্বরম স্টেডিয়ামে ঘূর্ণি উইকেট হয়। তবে এ বার যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ সিরাজের কথা মাথায় রেখে এমন পিচ তৈরি করা হতে পারে যেখানে পেসার এবং স্পিনার দু'ধরনের

বোলারই সুবিধা পাবেন। ফলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন বাংলাদেশের নাহিদও। তাঁরই মোকাবিলায় আনা হয়েছে গুরনুরকে।

গুরনুর এখনও পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পাঁচটি ম্যাচ খেলেছেন। উল্লেখযোগ্য সাফল্য নেই। গত বছর পঞ্জাব কিংসেও ছিলেন। কিন্তু ৬ ফুট ৪.৫ ইঞ্চি উচ্চতা হওয়ার কারণে তাঁকে চার দিনের শিবিরে ডাকা হয়েছে। লম্বা চওড়া হওয়ায় তিনি পিচ থেকে বাউন্স আদায় করে নিতে পারেন। গতিও রয়েছে। এ দিন বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলকে দেখা গিয়েছে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে।

নেটে এসেছেন মুম্বইয়ের অফস্পিনার হিমাংশু সিংহ। তাঁর বোলিং অ্যাকশন অনেকটা রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতোই। অনুশীলনের দ্বিতীয় দিন আকাশ দীপ এবং যশ দয়ালকে অনেক ক্ষণ বল করতে দেখা যায়। যদিও প্রথম টেস্টে তাঁদের খেলা সম্ভাবনা কম।

রবিবার চেন্নাইয়ে পৌঁছবে বাংলাদেশ। তাদের জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চোট কাটিয়ে দুই মাস পর মাঠে ফিরছেন মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৫ জুলাই কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোট নিয়ে মাঠ ছেড়ে যান লিওনেল মেসি। মাঠ ছাড়ার পর সেদিন ফোলা পা নিয়ে ডাগআউটে বসে কাঁদতেও দেখা যায় তাঁকে। সেই ঘটনার পর এখন পর্যন্ত মাঠে ফেরা হয়নি আর্জেন্টাইন মহাতারকার।

তবে দুই মাস পর মেসিকে নিয়ে আশ্বস্ত হওয়ার মতো খবর দিয়েছেন ইন্টার মায়ামির কোচ জেরার্দো মার্তিনো। তিনি জানিয়েছেন, অ্যাঙ্কেলের চোট থেকে সেরে উঠেছেন মেসি। আগামীকাল ভোরে মায়ামির হয়ে মাঠে নামতে পারেন। এর আগেও অবশ্য এই ম্যাচ দিয়ে মেসির কথা বলেছিলেন মার্তিনো।

ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে মার্তিনো বলেছেন, 'হ্যাঁ, মেসি ভালো আছে। সে অনুশীলন করেছে (শুক্রবার)। ম্যাচের পরিকল্পনায় সে আছে। (শনিবার) অনুশীলন শেষে আমরা ঠিক করব, তাকে নিয়ে কোন কৌশলে আমরা আগাব। তবে এই ম্যাচের জন্য প্রস্তুত।'

মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ইস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট তালিকায় সবার ওপরে আছে ইন্টার মায়ামি।

এরই মধ্যে প্লে,অফও নিশ্চিত করেছে তারা। ঘরের মাঠে রবিবার ভোরে ফিলাডেলফিয়াকে আতিথ্য দেবে মায়ামি। এই ম্যাচ দিয়ে মেসির ফেরা নিয়ে মার্তিনো আরও যোগ করে বলেন, 'বিশ্বসেরা খেলোয়াড়কে দলে ফিরে পাওয়া দারুণ ব্যাপার। আর এই দল এমনিতেই দারুণ ছন্দে আছে। সব মিলিয়ে এই পরিস্থিতিতে আমরা আনন্দিত।'

এর মধ্যে অবশ্য দুই মাস আগে পড়া চোটের কারণে মায়ামির হয়ে ৮টি ম্যাচ মিস করেছেন মেসি। এমনকি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচেও মাঠে নামতে পারেননি এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। এই পরিস্থিতিতে মেসির চোটকে ঘিরে তৈরি হয় নানা ধরনের শঙ্কাও। বিশেষ করে বারবার চোটে পড়ায় মেসির ভবিষ্যত পথচলা কেমন হবে, তা নিয়েও ওঠে প্রশ্ন।

তবে এসব শঙ্কা ও প্রশ্নের মধ্যে মেসির মাঠে ফেরাটাই এখন সমর্থকদের জন্য সবচেয়ে বড় স্বস্তির বিষয়। সাম্প্রতিক সময়ে চোটপ্রবণ হয়ে পড়া মেসিকে নিয়ে কিছুটা অস্বস্তিও থাকবে। এরপরও মেসি ও ফুটবলপ্রেমীদের প্রত্যাশা থাকবে বিশ্বকাপজয়ী এই মহাতারকাকে লম্বা সময়ের জন্য মাঠে দেখার। ফিট মেসি যে এখনো আগের মতোই অপ্রতিরোধ্য।

ভারত-পাকিস্তান হকি ম্যাচে উত্তেজনা, ট্যাক্‌ল ঘিরে ধাক্কাধাক্কি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হকি ম্যাচেও উত্তেজনা ছড়াল। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকিতে একটি ট্যাক্‌লকে কেন্দ্র করে দু'দলের খেলোয়াড়েরা ঝামেলায় জড়ান। ধাক্কাধাক্কি হয়। পরিস্থিতি সামলাতে হয় রেফারিকে।

খেলায় তখন ভারত ২-১ গোলে এগিয়েছিল। সমতা ফেরানোর চেষ্টা করছিল পাকিস্তান। ভারত অন্য দিকে নিজেদের লিড ধরে রাখার চেষ্টা করছিল। টান টান খেলা হচ্ছিল। তার মাঝেই ৫০ মিনিটের মাথায় ভারতের যুগরাজ সিংহকে ট্যাক্‌ল করেন পাকিস্তানের আশরফ রানা।

ভারতের সার্কেলে বল ছিল যুগরাজের কাছে। বল কাড়তে তাঁর দিকে দৌড়ে যান আশরফ। তিনি পৌঁছনোর আগেই বল সতীর্থকে দিয়ে দেন যুগরাজ। কিন্তু আশরফ নিজেকে সামলাতে পারেননি। তিনি গিয়ে ধাক্কা মারেন যুগরাজকে। পড়ে যান ভারতীয় খেলোয়াড়।

এই ঘটনার পরেই হরমনপ্রীত সিংহ-সহ বাকি ভারতীয় খেলোয়াড়েরা ছুটে যান আশরফের দিকে। পাকিস্তানের খেলোয়াড়েরাও সেখানে পৌঁছন। উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। ধাক্কাধাক্কিও হয়। পরিস্থিতি সামলান রেফারি। তিনি আশরফকে হলুদ কার্ড দেখান। ফলে বাকি ম্যাচে আর খেলতে পারেননি তিনি। রেফারির এই সিদ্ধান্তের পরে পরিস্থিতি ঠিক হয়।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের জয়রথ এগিয়ে চলেছে। চিন, জাপান, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার পরে পাকিস্তানকে হারিয়েছে তারা। প্রথমে গোল করে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। পিছিয়ে পড়েও অধিনায়ক হরমনপ্রীতের জোড়া গোলে জেতে ভারত।

ভারতীয় দলে 'লগান' সিনেমার আমির খানকে দেখছেন সরফরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরফরাজ খান হয়তো একটু বাড়িয়েই বলেছেন। বলিউডের 'লগান' সিনেমায় আমির খান এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলে রোহিত শর্মার ভূমিকা এক হয় নাকি! সেই সিনেমায় আমির খান একটি ক্রিকেট দল তৈরি করেছেন, খেলা শিখিয়েছেন।

রোহিতের তো এসব করার প্রয়োজন নেই। তবে সিনেমায় আমিরের মতো বাস্তবে রোহিতও ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আগলে রাখেন। এই জায়গায় মিল আছে। বাকি তুলনাগুলো ঠিকঠাক না হলেও,বা কী! সরফরাজের হৃদয়ে ভারত অধিনায়ক রোহিতের জন্য সম্মান ঠিক কতটা, সেটা তো এই বাড়িয়ে বলা তুলনাতেই স্পষ্ট।

সরফরাজ আমির খানের সঙ্গে রোহিতের তুলনা দিয়েছেন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম জিও সিনেমার সঙ্গে আলাপচারিতায়। সেখানে রোহিতকে নিয়ে সরফরাজের ভাষ্য, 'তিনি একদমই আলাদা। দলে সহজে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেন। রোহিত শর্মা আমার বড় ভাইয়ের মতো। আমরা তাঁর অধীন খেলতে উপভোগ করি। মাঠের বাইরে থেকে তাঁকে দেখেছি, এখন তাঁর সঙ্গে খেলে এর স্বাদ পাচ্ছি। তিনি কখনো জুনিয়র হিসেবে আমাদের দেখেননি, সবাইকে এক চোখেই দেখেন। আমার পছন্দের সিনেমা তলগানদ। সেই সিনেমায় আমির খান যেভাবে একটি দল তৈরি করেছিল, আমার চোখে রোহিত শর্মাও এই দলের আমির খান।'

রোহিতের অধীনই সরফরাজের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক। সেটা চলতি বছর ঘরের মাঠে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ২০২৪ সালে এসে অভিষেক হলেও সরফরাজ তো ২০২০ সাল থেকে অভিষেকের প্রহর গুনছিলেন। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে ২০১৯ সাল থেকে অবিশ্বাস্য পারফর্মও করছেন। ২০১৯-২০ ও ২০২১-২২ টানা দুই মৌসুমে রঞ্জি ট্রফিতে তিনি করেছেন ৯০০-এর বেশি রান। ধারাবাহিকভাবে রান করেও ডাক পাচ্ছিলেন না সরফরাজ। সেই অপেক্ষা ঘুচেছে এ বছর। এর পেছনে রোহিতের অবদান থাকুক বা থাকুক, প্রথম টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের প্রতি সরফরাজের বাড়তি ভক্তি থাকাই স্বাভাবিক।

ভারতের আরেক তরুণ ক্রিকেটার ধ্রুব জুরেলের কাছে রোহিত সর্বকালের সেরা। জুরেলের ভাষ্য, 'যখন তাঁর খেলা টিভিতে দেখতাম, মানুষ বলত, ওও শট খেলার জন্য অনেক সময় পায়।দ যখন আপনি কাছ থেকে তাঁর খেলা দেখবেন, তখন বুঝতে পারবেন, যেসব বল খেলতে কঠিন লাগে, যেসব বলে আপনার ব্যাটের ফ্লো ঠিক থাকে না, সেসব বল তিনি কত সহজে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দেন। তাঁর পুল শট বিখ্যাত। কাছ থেকে এসব দেখা বিশেষ কিছুই। তিনি সর্বকালের সেরা।'

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে আছেন সরফরাজ ও জুরেল; যদিও তাঁদের খেলার সম্ভাবনা কম। ভারতের ১৬ সদস্যের দলে থাকা সরফরাজ বর্তমানে জাতীয় দলের অনুশীলন ক্যাম্পে নেই।

তিনি খেলছেন দুলীপ ট্রফির দ্বিতীয় রাউন্ডে। তাঁর জায়গায় খেলতে পারেন লোকেশ রাহুল। অন্যদিকে ক্যাম্পে থাকা জুরেলের জায়গায় খেলতে পারেন ঋষভ পন্ত। চেন্নাইয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু প্রথম টেস্ট। কানপুরে ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট।

শনিবার ৬৮ তম বয়স ভিত্তিক রাজ্য স্কুল দাবা প্রতিযোগিতার সূচনা হল ডায়মন্ড হারবারের মেঘনা ভবনে। তিন দিন ধরে চলবে এই প্রতিযোগিতা। ১৪, ১৭ ও ১৯ এই তিনটি বিভাগে ২৩ টি জেলার ৩৬০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন দাবা গ্রান্ড মাস্টার মিত্রাভ গুহ, ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রনব দাস, রাজ্য স্কুল ক্রিড়ার আহ্বায়ক মইদুল ইসলাম প্রমুখ। নিজস্ব চিত্র

ইউনাইটেডের সহজ জয়ে গোল পেয়েছেন আর্জেন্টিনার গারনাচোও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও সাউদাম্পটনের মুখোমুখি লড়াইয়ের ইতিহাস আর ম্যাচের শুরুটা ঠিক মিলছিল না! এ ম্যাচের আগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ ১৪ ম্যাচে কোনো জয় নেই সাউদাম্পটনের। কিন্তু ম্যাচের প্রথম ৩০ মিনিটে ইউনাইটেডের ওপর ছড়ি ঘোরাল সেই দলটিই। যদিও তেমন কোনো হুমকি তারা তৈরি করতে পারেনি। পরে অবশ্য ইতিহাস ঠিক রেখে মাতিয়াস ডি লিখট, মার্কাস রাশফোর্ড ও আলেহান্দ্রো গারনাচোর একটি করে গোলে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে ইউনাইটেড।

ইউনাইটেড সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খায় ৩১ মিনিটে। ইউনাইটেডের পর্তুগিজ ডিফেন্ডার দিয়োগো দালত বক্সের মধ্যে ফাউল করেন সাউদাম্পটনে অভিষিক্ত টাইলার ডিবলিংকে। পেনাল্টি পায় সাউদাম্পটন। কিন্তু ক্যামেরন আর্চারের নেওয়া পেনাল্টি ঠেকিয়ে দেন ইউনাইটেডের গোলকিপার আন্দ্রে ওনানা। সাউদাম্পটনের জন্য এটা যেন দেজা ভ্যু! ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে পাওয়া দুটি পেনাল্টি থেকেই গোল করতে ব্যর্থ হলো তারা। এর আগে ২০১৭ সালে পেনাল্টি থেকে ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সের্হিও রোমেরো।

সাউদাম্পটনের এই পেনাল্টি মিসের পরই যেন খেলার মোড় যায় ঘুরে। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ইউনাইটেড। ৩৪ মিনিটে দুর্দান্ত একটি আক্রমণ করেও গোল পায়নি তারা। তবে পরের মিনিটেই ডি লিখট গোল করে এগিয়ে দেন ইউনাইটেডকে। শর্ট কর্নার থেকে ব্রুনো ফার্নান্দেজকে বল দিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন। দেরি না করে ফার্নান্দেজ ক্রস বাড়ান বক্সের মধ্যে। সেখান থেকে দুর্দান্ত হেডে করা গোলটি ইউনাইটেডে ডি লিখটের প্রথম।

৬ মিনিট পর ইউনাইটেডকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন রাশফোর্ড। এবারও গোলের উৎস শর্ট কর্নার। শর্ট কর্নার থেকে বল পান রাশফোর্ড। বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শট নেন তিনি। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে বল চলে যায় জালে।

২-০ গোলে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করা ইউনাইটেড একের পর এক আক্রমণ করে যায় সাউদাম্পটনের বক্সে। কিন্তু গোল কিছুতেই পাচ্ছিল না।

অবশেষে ইউনাইটেডকে যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে তৃতীয় গোল এনে দেন ৭৩ মিনিটে রাশফোর্ডের বদলি হিসেবে নামা আর্জেন্টিনার ফরোয়ার্ড গারনাচো। এর আগে ৭৯ মিনিটে তাঁকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন সাউদাম্পটনের স্টিভেনস।

e-Tender Notice

E-tender invited vide **NIT No. 07/SGP/SFC-UT/2024-25** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **21/09/2024 up to 12:30 pm.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.

Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

Lakshmisagar Gram Panchayat
PO-Lakshmisagar, Dist.-Bankura
e-NIT No-026/LSGP/2024-25 vide memo no-191/LAK/2024-25, Dated- 13.09.2024
Corrigendum Notice-192/LAK/2024, Dated- 13.09.2024
It is hereby invited E-tender by the Pradhan, Lakshmisagar Gram Panchayat for 07 Nos. Scheme under **5th SFC Fund** (Last date of Dropping **21.09.2024 up to 05.00 PM**) will be available from the office of the undersigned in working days and the website **www.wbtenders.gov.in/ bankura.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Lakshmisagar Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অমল ধবল

প্রথম দেখা

ওগো কাণ্ডারি, কে গো তুমি? কার হাসিকান্নার ধন? ভেসে যেতে চায় মন, অনেক গোপন কথা লিখতে লিখতে,অনেক মিথ্যে পেরিয়ে কোনও একরকম সত্য ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করতে করতে,ছিন্ন মেঘের ফাঁকে অল্প একটু রোদ্দুর ছলকে উঠতে দেখি। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শ্যামাঙ্গী একটি কিশোরী মুখের হাসি। কলেজ পেরিয়ে যাবার পরে যার সঙ্গে দেখা হয়নি আর একটি দিনের জন্যেও। অনেকেই নির্ঘাত আমায় ধমকে দেবেন, শরততপনে প্রভাত স্বপনে কী জানি কীসব যে বলতে শুরু করেছি! অমল মানেই তো ধবল; তবে ডবল ডবল করে পালে হাওয়া লাগার কথা কেন বলতে হয় কবিকে?

গুরু গুরু দেয়া ডাক,এর দিন পেরিয়ে এক চিলতে রোদ দেখা গেলেই যে মনে হয়, চোখের সামনে যা যা ছিল, সব যেন নতুন করে দেখছি। এই দেখাটাই প্রথম, আর এইটুকুই সত্যি?

হ্যাঁ, সামান্য যে জীবন কুচি বলতে চাইছি, তা তো এইটুকুই। কিন্তু, একটি নিমেষ যেমন সরণি জুড়ে দাঁড়ায়, তেমনভাবে কালের গতি আমি থমকে যেতে দেখি না কিন্তু। অনুভূতি যে আজও ঘটমান বর্তমান! একটি মুহূর্তের দেখা, চারটি দশক পেরিয়ে নতুন তাৎপর্যে ধরা দেয়।

ব্যাপারটা বেশ ছোট্টই। ওই যে বললাম, কলেজ জীবন পেরিয়ে একবারও দেখা হয়নি! কারণ, আমারই মতন, আমার পছন্দসই সঙ্গিসাথিরা খুব একটা ভালো ছিল না লেখাপড়ায়। উচ্চশিক্ষার ইউনিভার্সিটিতে ওঠেনি অনেকেই। ছেলেরা কোনও না কোনও জীবিকায় নিজেদের জুতে নিতে চেয়েছে। আর মেয়েরা, বিয়ে,টিয়ে হয়ে গিয়ে কোন মুলুকে ছিটকে গেল, কে জানে! আমার মেয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যদি দেখি, তা হলে তো তাদের ছেলেমেয়েদেরও এতদিনে বিয়ে-থা হয়ে যাবার কথা; আমার জীবিকাজীবনে বিকশিত হবার বেশ আগেকার দিন যে সেইসব।আর এও তো ইউনিভার্সাল ট্রুথ, মেয়েরা বিকশিত হয় আগে আগে!

এই মেয়েটি থাকতও বেশ দূরে। ফরাসি কিংবা ডাচ অধিকৃত কোনও একদা বিখ্যাত শহরে, হাওড়া পেরিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করতে করতে হাঁফিয়ে উঠে সোল্লাসে বলতো, বড় কষ্টে পাওয়া গেছে কেষ্ট, যথেষ্ট! এম-এ পড়া টরা এভাবে একদম পোষাবে না!

সে যাইহোক, ফুচকা কি চুরমুর, ভেলপুরি-টিকিয়া বা সবেদা পেয়ারা কমলালেবু খেতে খেতে আমাদের হেদুয়া টু শ্যামবাজার, হেঁটে চলাচল জমে যেত চমৎকার। চলতি কোনও গরগরে হিন্দি ফিলিম, হ্যাঁ, তাও! লাইব্রেরি বা আঁতেল কোনও সেমিনার টেমিনারের দিকে আমার এই সঙ্গীরা অন্তত নেই। শুরুর দিকে অনেকের দেখাদেখি কেউ কেউ ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির মেম্বার হল বটে, কিন্তু দেখলাম, অত পড়ার ধৈর্য আমারও নেই। দু-দিন দেরি হলেই অনেক টাকা ফাইন। ধুত্তেরি! কত ভালো আমেরিকান সেন্টারের ফ্রি লাইব্রেরি!

কথাগুলো বলছি আকাডেমিক লেখাপড়া আর ভালোবেসে লেখাপড়ার ফারাক বোঝাতে। বিখ্যাত কলেজে ইংরিজি অনার্স নিয়ে পড়ার একটা স্নব ভ্যালু আছে। কাজেই, আমার কলেজ জীবন, শিক্ষাদীক্ষা এগিয়েছে ওই হেঁটে হেঁটে ভেলপুরি কি পেয়ারা খেতে খেতে। ওই মেয়েটাকে তো হাওড়া স্টেশন গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে! আর সেদিন বোধহয় আমরা দুজনেই একা ছিলাম লাইব্রেরি-মুখী সহচরদল বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে। শেয়ালদা কি দমদম থেকে ট্রেনে আমার বাড়িতে ফেরা যায়, অথবা বাসেও, যেদিন যেমন খুশি!

ক'দিন টানা বৃষ্টির পর, রোদ্দুরের উচ্ছলতাটুকু নিজেদের মধ্যে জড়িয়ে নেবার জন্যেই, উদ্দেশ্যহীন ভাবে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলাম দু-জনে। হাতিবাগানের অল্প আগে, রূপবাণীর আশেপাশে, ছবি-বাঁধানোর দোকানের গায়ে গায়ে একটি বই-বাঁধানোর তথা পুরনো বই ও পত্রপত্রিকার স্টল। এখনও আছে কি না, খেয়াল করে দেখা হয়নি। বই বা পত্রপত্রিকার স্টল দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়া আমার স্বভাব, সেদিনও ঠিক তাই! সব বই টপকে হাতে উঠে এল হৃষ্টপুষ্ট গাঢ় নীল মলাটে বাঁধাই একটি তসচিত্র যৌন বিজ্ঞানদ। আমাদের দুজনেরই চোখে চোখ মেলানো হাসিটুকু মুখেও ছড়িয়ে পড়লো। ও-ই বলল, খুলে দ্যাখ তো! একটু গম্ভীর হবার ভান করে, চোখের হাসি না নিভিয়েই বললাম, থাক, পৃথিবীতে আরও অনেক একট্রাকটিভ জিনিস আছে। তারপর কিছু কিনলাম কি না, টুকটাক কিছু খেলাম কি না দুজনে, মনে করতে পারি না। রোদ্দুরের খুশি খুশি ঝিলিক কিন্তু ছিল সারাক্ষণই!

এইটুকু গপ্পো নিতান্তই এলেবেলে। তবু, তথ্যের খাতিরে বলে রাখা দরকার, আমাদের এই রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো রাসটিক বন্ধুমহলে কিন্তু ভালোমন্দ সবরকম কথা ও ভাব বিনিময়ই চলত। নানান ধাতের ছেলেমেয়ে, মতের অমিলও হতো নিশ্চয়ই, কিন্তু মন-কষাকষি স্থায়ী হতো না কখনও। অবশ্য, ধাত শব্দটি বহুমাত্রিক। লাইব্রেরিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকা কোনও নেকু পুষু মুনু মেয়েকে কি বলা যাবে, সেন্ট জেভিয়ার্সে একটা ছেলের সঙ্গে কী করতে গিয়ে তিনটি ছাত্রী সাসপেন্ডেড হয়েছে? অথবা কেমন র‍্যাগিং হয়েছে অমুক আইয়াইটিতে?

কথাটা মনে এল, মেয়েরাই জন্মাতে দেয়, সংসার শেখায়, জীবনের নানান দিকে এগিয়ে দেয়, এমনই তো দেখে আসছি সচরাচর। বকুনি, ভালোবাসাবাসি; একসঙ্গে বড় হবার মজাগুলো বোঝা যায় সত্যি সত্যি বড় হলে পর। কলেজের একটা নিঝুম ছাদ-বারান্দা নানান রূপে আজও আমার ঘুমের মধ্যে আসে। স্বপ্নেও যেন ঘুরে বেড়াই নিজের তালে, আমার জামায় নতুন বিল্ডিং রেনোভেশানের চুনের সাদা দাগ কালো হয়ে লেগেছে;দেখিয়ে দেয় যেন কে বা কারা; কখনও বা মনে হয়, ওঃহো, এভাবে বিন্দাস ঘুরছি, কিন্তু পকেটে যে পয়সাকড়ি নেই, কাঁধের ব্যাগ অন্য কোথাও রেখে এসেছি!

কেউ বা আমাকে সুন্দর জামা পরিয়ে দিতে চায়; এটা মেয়েদের নিয়েই দেখি বেশি সময়। আবার, কার সামনে খালি গা হতে লজ্জা পাবো, স্বপ্নেও সচেতন থাকি। কখনও বা দেখি, লাইব্রেরিতে বসে একা একা আমার মেয়ে, ভারি ভারি সব বই পড়ছে। জিগ্যেস করলাম, আমার ক্লাসমেট মেয়েরা গেল কোনদিকে? সে গম্ভীর জবাবে বলে, কাছেই আছে।

বাস্তবে কিন্তু কলেজে ছাদের দিকে স্পাইরাল সিঁড়ি সত্যিই ছিল। ওইদিকটা খোলা হতো কম। এক শীতের দুপুরে, ওটা বেয়ে ছাদে আমরা উঠবোই, ঠিক করে রেখেছিলাম। অফিস-কর্মীদের আপত্তিতে, একটি মেয়ে আমাকে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে বলতে বলল, আমরা কি এখনও ছোট আছি যে ছাদে উঠতে পারবো না? একজন বড়বাবু উত্তর দিলেন, বড় হয়েছ বলেই তো উঠতে দেওয়া হবে না!

বড় হওয়া, ওপরে ওঠা, স্পাইরাল সিঁড়ি; সবটাই প্রতীকী ধরা যায়। কিন্তু শীত রোদের জ্যোৎস্না— আবেশ তো হারায় না তাতে! ভাবছিলাম, মেয়েদের ওই এগিয়ে দেওয়া নিয়েই।

দুই

আমাদের দাম্পত্য জীবনের ঊষাকালের কথা সেইসব। কন্যা তখন শিশু, তার মাতুলালয়েই থাকা হতো কালীপুজো-ভাইফোঁটার দু-তিনটে দিন; আমার যেহেতু বাড়িতে ভাইফোঁটার পাট নেই। খুড়তুতো বোনরা ততো বড় হয়নি।

তো, স্ত্রীর বড়দা সেইবার তাঁদের পাড়ার পুজোর গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে রয়েছেন। উঠোন খুঁড়ে ভোগ রান্নার আয়োজন, জনতার কলরব, এইসব কত কী, তার মধ্যে আমরাও গিয়ে পড়েছি। স্ত্রী বেশ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ভাবে ফরমান জারি করলেন, ওই চিলেকোঠার ঘরেই থাকবে, নিচে নামবে না একদম। খাবারদাবার যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া হবে, ওখানেই ঘুমোবে। নামলে, তোমারই অসুবিধে... যাইহোক, অনেক বইপত্তর ছিল সে ঘরে। বেশিরভাগই আমার কাছে দুর্বোধ্য, কারিগরীবিদ্যার; আর কিছু পুরনো পুজোসংখ্যা। সেগুলোর পাতা ওলটানোর পর আমার চোখ পড়লো ছোট একটা পেপারব্যাকে। ব্রাউন পেপারের পুরনো মলাট, বইয়ের পাতাও লালচে হয়ে এসেছে। বিষয় : যৌনবিজ্ঞান।

সচিত্র নয়। একা একা ঘরে বসে, দেখাই যাক! প্রথম তিরিশ-চল্লিশ পাতা বেশ বোরিং। তাত্ত্বিক কচকচি। কিন্তু, তারপর যে ঘুমিয়ে পড়ার পালা! বইটা চুপচাপ নিজের সাইডব্যাগে ভরে নিই পরদিন ভোরবেলায়। চুপিচুপি শুধু স্ত্রীকেই বলি কথাটা। বলি যে সাতদিন বাদে যেখানকার বই সেখানেই রেখে দেব ঠিক, নিজের বাড়ির নিভৃতে এটা পড়ে শেষ করার পক্ষে সাতদিন যথেষ্ট।

আমার পঠনপাঠনের জগত থেকে সহধর্মিণী হাজার হাজার মাইল দূরে। কী বিষয়ের বই, তাও বোঝাতে চাইছিলাম;কিন্তু তিনি বোঝালেন যে ওই চিলেকোঠা থেকে আরও অনেক বই নিয়ে ফেরত না দিলেও কিছু ক্ষতি নেই।

এমন যে উনি বলবেন, তা জানা কথা। কিছুই পড়েন না তিনি, তাই লাভ লেটার্স বলে লোভ দেখিয়ে, বিয়ের পরপরই অনেক রকম বান্ধবীদের থেকে পাওয়া নানান রকম চিঠি পড়াতে চেয়েছি। কখনও প্রাতে, কখনও রাতে। প্রকাশ্যে বা নিভৃতে। বলতে চেয়েছি, কেউ প্রাতঃস্মরণীয়, কেউ রাত-স্মরণীয়। উচ্চাঙ্গের আঁতলামি তাঁর ধাতে নেই; তবু আমি পড়ে শোনাচ্ছি, এমন সময়েও তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। হা হতোস্মি!

বস্তুত, যার চিঠি ছিল অনেক বেশি, যাকে আমি ব্যর্থ প্রেমিকা বলে অভিহিত করতাম, তার চিঠি পড়তে দিলে খুবই তাড়াতাড়ি তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। অতি বিচ্ছিরি হাতের লেখার জন্যে? তবু, সমস্ত ভুলভাল আবেগের ফেনা তথা আঁতলামি কি ওপরচালাকি মূলক লেখাপত্তর পেরিয়ে, ফিরে পড়তে পড়তে আমার নিজের চোখে ধরা পড়লো, পথে-বিপথে যাদের সঙ্গে বিচরণ করেছি বেশি সময়, লেখাপড়ায় যারা আমারই মতন মাঝারি, তাদের কেজো চিঠির কথাবার্তার মধ্যেও সুন্দর একটি অন্তঃকরণ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ওই চিঠির ঝাঁপির মধ্যে, খুবই অল্পস্বল্প সেই শ্যামাঙ্গী মেয়েটির। নতুন করে ফিরে পেলাম যেন। আরেকভাবে, প্রথম দেখা।

ঘুম ভাঙ্গার পর, আমার কৌতূহল এড়াতেই যেন দায়সারা গোছের দু-একটা জবাব দিলেন আমার স্ত্রী। প্রায় এড়িয়ে যাবারই মতন। একটা কথা কিন্তু একদম সোজাসুজি, টু দ্য পয়েন্ট, ক্যাজুয়ালি বলেছিলেন তিনি। প্রথম বাক্যটি হয়তো অনেক বউরাই বলে নিজেদের বরকে। তুমি একদম বোগাস-বোরিং, ফালতু। অকর্মার ধাড়ি। এসব প্রেম-ভালোবাসা বলে যা চালাতে চাইছ, সমস্ত ভুলভাল। আর হ্যাঁ, নিজে থেকে এগিয়ে কিছুই করতে পারো নি তুমি। অপরপক্ষে বেশি আগ্রহ দেখা গেছে। সবসময়!

তাই তো! তা হলে, কী ছিল সেই পেপারব্যাকে, কেন সেইটি তার স্বস্থানে রেখে আসা দরকার, তার কীইবা বুঝবে এই চিলেকোঠার সেপাই? সমস্ত বইটার সার কথা, একটিমাত্র শব্দে বোঝানো যেতে পারে। সিমপ্যাথি। সিমপ্যাথি দিয়ে বিচার করতে হয় যে কোনও সম্পর্ক। যে কোনও মানুষকে। এইসব নিয়েই সাতকাহন। তারপর সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে, কোথায় যে ভেসে যায় আমাদের সমস্ত ঘুম আর জেগে থাকা, সমস্ত লাইব্রেরি, সমস্ত ভেলপুরি-ফুচকা, টিকিয়া, কাবাব-কোপ্তা,কোর্মা... সমস্ত স্পাইরাল স্টেয়ারকেস! বিধান সরণির দোকানে সেই গাঢ় নীল মোটা বইটা সচিত্র ছিল। তাই তো মেয়েটা বলেছিল, কী আছে ওতে, খুলে দ্যাখ তো!

দেখছি, বৃষ্টি মেঘ আর আলোছায়ার দোলাচলে, আমাদের ছোট্ট ছোট্ট সংসারে, মেঘ-ছেঁড়া রোদ্দুরের জন্য একটু একটু তৃষ্ণা; সব চাওয়া-পাওয়ার বাইরে। এই তো, এখনও যেন দেখছি। রোদ্দুর পিছলে যাচ্ছে শ্যামাঙ্গী মেয়েটির মুখের হাসিতে।

সাজবো যতনে

মডেল : সায়নী দুবে
মেক-আপ আর্টিস্ট: দীপিকা মণ্ডল
ফোটোগ্রাফি : সুকান্ত সর্দার
ডিজাইনার : পিয়ালী মণ্ডল
কোঅর্ডিনেশন : মধুরিষা শীল

মডেল : মৌমিতা সাহা
মেক-আপ আর্টিস্ট: দেবযানী সাহা
ফোটোগ্রাফি : সুকান্ত সর্দার
ডিজাইনার : ডালিয়া দাস
কোঅর্ডিনেশন : মধুরিষা শীল

মডেল : হৈমন্তী গাঙ্গুলী
মেক-আপ আর্টিস্ট: শর্মিষ্ঠা সিং
ফোটোগ্রাফি : সুকান্ত সর্দার
ডিজাইনার : ডালিয়া দাস
কোঅর্ডিনেশন : মধুরিষা শীল

মডেল : মেঘা দাস
মেক-আপ আর্টিস্ট: রীনা সরকার
ফোটোগ্রাফি : সুকান্ত সর্দার
ডিজাইনার : ডালিয়া দাস
কোঅর্ডিনেশন : মধুরিষা শীল

মডেল : গীতাঞ্জলি দে
মেক-আপ আর্টিস্ট: শর্মিষ্ঠা সিং
ফোটোগ্রাফি : সুকান্ত সর্দার
ডিজাইনার : ডালিয়া দাস
কোঅর্ডিনেশন : মধুরিষা শীল